CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 13 September 2021 ■ আগরতলা ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ২৭ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রেলের নীচে কাটা পড়ে মহিলার মৃত্যু, অল্পতে রক্ষা পেল সন্তান

কল্যাণপুরে দুই কর্মচারীর ঋণের জ্বালায় আত্মহত্যা, অভাব অনটন দায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ১২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে চলেছে। অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক অনটনের মতো ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। রাজধানী আগরতলা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় প্রায় প্রতিদিনই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে।

সংবাদে প্রকাশ, ঋণের জ্বালায় মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক স্কুল শিক্ষক। আত্মহননকারী শিক্ষকের নাম বিজয় দেববর্মা (৪৫) বাড়ি কল্যাণপুর থানা এলাকার রামদয়ালবাড়ি এডিসি ভিলেজের বীরচন্দ্র ঠাকুর পাড়া (গুংরাই)। তিনি খাস কল্যাণপুর স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ ছিলেন। আজ সকালে নিজ বাড়িতেই ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন শিক্ষক। ঘটনার খবর পেয়ে কল্যানপুর থানার পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। কল্যাণপুর থানা এলাকার জনজাতি গ্রাম বীরচন্দ্র ঠাকুর পাড়ার যুবক বিজয় দেববর্মা। বয়স পঁয়তাল্লিশ। তিনি খাসকল্যানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক।

দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষক বিজয় দেববর্মা শারীরিকভাবে অসুস্থ। তাছাড়া প্রচুর টাকা পয়সাও ঋণ করে রেখেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এরই মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অন্যত্র বদলি হওয়ায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম তাঁর সামলাতে হতো। ইদানিং মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েন বিজয়বাবু। তার স্ত্রী নিহারলতা দেববর্মা জানায় প্রায়ই শিক্ষক স্বামী স্কুলের কাজকর্ম নিয়ে তার অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলেন। স্ত্রী ও এক নাবালিকা কন্যা সন্তান নিয়েই তার সংসার। আজ সকাল দশটা নাগাদ তার স্ত্রী কল্যানপুর বাজার থেকে বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকতেই শিক্ষক স্বামীর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে আর্তনাদে চীৎকার করে উঠে।

রেলের নীচে কাটা পড়ে মায়ের মৃত্যুর পর আহত শিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ছবি নিজস্ব।

প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে কল্যাণপুর থানার পুলিশকে ঘটনা জানালে পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়েই শিক্ষক বিজয় দেববর্মা আত্মহত্যা করে। ময়নাতদন্ত শেষে পুলিশ মৃতের পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেয়। ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র শোক ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে, কল্যাণপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় আরও এক ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। মৃত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী বলে খবর। পরিবারের দাবি বিভিন্ন মাইক্রোফিনান্স সংস্থা থেকে প্রচুর টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ঋণের কিস্তির টাকা যোগাড় করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন।

শ্যামলী বাজার এলাকায় সরকারি আবাসন থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম অমর জীবন দেববর্মা। পেশায় সরকারি কর্মচারী। শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার শ্যামলী বাজারে সরকারি আবাসন থেকে এক সরকারি কর্মচারীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম অমর জীবন দেববর্মা।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বন্‌ধের প্রচার রাজ্যেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। তিনটি কৃষি আইন বাতিল করা, ন্যুনতম সহায়ক মূল্যকে আইনে পরিণত করা ও বিদ্যুৎকে বেসরকারি করনের বিল প্রত্যাহারের দাবিতে কৃষক আন্দোলন সারা দেশব্যাপী চলছে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর সেই আন্দোলন দশ মাসে পড়বে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬ এবং ২৭ আগস্ট দিল্লির সিঙ্গুর সীমান্তে কৃষকদের সম্মেলন করা হয়। চলতি মাসের ২৬ সেপ্টেম্বর দশ মাস হবে কৃষক আন্দোলনের।

দেশের কৃষক সংগঠনগুলির আগামী ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। রাজ্যব্যাপী এই বনধকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রচার করা হবে। সারাদেশের সাথে রাজ্যের কৃষক সংগঠনগুলি ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধের সমর্থন করা হবে। রবিবার কৃষক সভার রাজ্য দপ্তরে সারা ভারত কৃষক সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটি ত্রিপুরা পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা বলেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর। আন্দোলনের সারা ভারতে ব্যাপক প্রভাব পড়লেও, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন হেলদোল নেই। এই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কিছু প্রভাবশালী নেতা যোগ দিচ্ছেন ঘাসফুলে

বাড়ি কেনা ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল চালুর উদ্যোগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনের আরও প্রায় দেড় বছর বাকি থাকলেও দলগুলির তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেস এরাজ্যে জমি খুঁজতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও এখানে দলের কোন পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। তবে দল ভাঙানোর খেলা অব্যাহত রয়েছে। তৃণমূল স্তরে বিভিন্ন দল থেকে ঘাসফুলে সামিল হচ্ছে প্রতিনিয়তই। তবে, বড় মাপের কোন নেতা এখনও পর্যন্ত তৃণমূল শিবিরে যোগ দেয়নি। কিন্তু, বাজারে গুঞ্জন উঠেছে কিছু প্রভাবশালী নেতা ঘাসফুলে যোগ দিতে চলেছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বাভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও রাজ্যে আসছেন।

খবর রয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাত ধরে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেবেন। ইতিমধ্যেই ওই প্রভাবশালীরা তৃণমূল নেতৃত্বের সাথে আলাপ আলোচনা সেরে নিয়েছেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরায় অবস্থানকালে ওই প্রভাবশালী নেতারা তৃণমূল শিবিরে যোগ দেবেন।

এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস আগরতলায় একটি বাড়ি কেনার পরিকল্পনা নিয়েছে। কারণ, এখানে প্রায় সিংহভাগ হোটেলে তৃণমূল নেতাদের থাকতে দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন হোটেল যোগাযোগ করে থাকার মতো সুযোগ পাচ্ছে না তৃণমূল নেতৃত্বরা। তাই বাধ্য হয়ে তারা এখানে একটি অফিস বাড়ি কিনে নেয়ার চেষ্টা করছে। তাছাড়া, একটি সেটেলাইট টিভি চ্যানেলও এখানে চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা করা হয়েছে স্থানীয় বরিষ্ঠ কয়েকজন সাংবাদিকদের সাথে।

করোনা ঃ সংক্রমণের গতি নিয়ন্ত্রণে, নতুন আক্রান্ত ৪৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। সংক্রমণে গতি নিয়ন্ত্রণে। নতুন করে সংক্রমিত হয়েছে ৪৪ জন। নমুনা পরীক্ষা হয় ৪,৮৫২ জনের। মৃত্যু হয়নি এদিনও।

পশ্চিম জেলায় নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮ জন, সিপাহীজলা জেলায় আক্রান্ত ৪ জন, খোয়াই জেলায় আক্রান্ত ২ জন, গোমতী জেলায় আক্রান্ত ২ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩ জন, ধলাই জেলায় আক্রান্ত ১ জন, ঊনকোটি জেলায় ৬ জন, উত্তর জেলায় ৮ জন। সুস্থতার হার ৯৮.৪৬ শতাংশ। পজিটিভিটি হার ০.৯১ শতাংশ এবং বর্তমানে হোম আইসোলেশনে এবং কোভিড সেন্টারে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৪৮২ জন। সংক্রমণ রখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেই কোন প্রচার অভিযান। মহামারীর আইন ভেঙে চলেছে একাংশ মানুষ। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় আশঙ্কা সচেতন মহলের।

৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের দাবীতে প্রধানমন্ত্রী চিঠি প্রেরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। রবিবার সারা ভারত মহিলা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সংসদে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের দাবিতে চিঠি প্রেরণ করা হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে। গত ২৫ বছর আগে এই দাবিতে সংসদে সরব হন প্রয়াত সাংসদ গীতা মুখার্জী।

কিন্তু ২৫ বছরে কোন সরকারই এই বিল পাশ করেনি। বর্তমান সরকার ব্যস্ত কৃষক বিরোধী , জন বিরোধী আইন প্রণয়ন নিয়ে। মহিলাদের পক্ষে সংসদে এই বিল পাশ করার কোন উদ্যোগ নেই সরকারের। সেপ্টেম্বর মাস ব্যাপী এই দাবিতে কর্মসূচী জারি রাখছে সারা ভারত মহিলা ফেডারেশন।

সারা দেশের সঙ্গে সারা ভারত মহিলা ফেডারেশনের সদর বিভগীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই আন্দোলন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ সেপ্টেম্বর।। শান্তিরবাজার মহকুমাশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় যান দুর্ঘটনায় আহত দুই ব্যক্তি। ঘটনার বিবরনে জানাযায় রবিবার রাত্রি আনুমানিক ৮ টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলকায় জাতীয় সড়ক একটি বাইকে সজোর ধাক্কা দিয়ে দিয়ে পালিয় যায় মারুতি অল্টো গাড়ী। এতেকরে বইকেথাকা দুই ব্যক্তি জাতীয়সড়কে ছিটকে পরেযায়। দুর্ঘটনায় দুই বাইক আরোহী গুরতর আহত হয়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দমকলবাহীনির কর্মী ও আরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের খবরদেয়। ঘটনার খবরপেয়ে দমকলবাহীনির কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত দুই ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকরে চিকিৎসারজন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়েযায়।

যানাযায় আহত দুইজন তুলামুড়ার বাসিন্দা। আহত দুইব্যক্তি হলো রহিত দের্বমা (৩৪) ও বিশু দের্বমা (৩৬)। পরবর্তী সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পালিয়ে যাওয়াগাড়ী সম্পর্কে তদন্ত চালিয়েযাচ্ছে। এখন দেখার বিষয় গাড়ীচালককে আটক করতে পুলিশ কতটুকু সক্ষম হয়।

অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে রবিবার অল ত্রিপুরা আন অরগানাইজড ওয়ার্কার্স কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সম্মেলনে প্রধানত উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া অরগানাইজ ওয়ার্কার্স কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অরবিন্দ সিং। তিনি বক্তব্য রেখে বলেন, অসংগঠিত শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে অবগত করতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করা হয়। সম্মেলনে শ্রমিকদের রেগা মজুরি, শ্রমিকদের শোষণ এবং ন্যায্য পাওনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে কোন শ্রমিকদের যাতে মালিক

শোষণ করতে না পারে সে বিষয়টি সম্মেলনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী ২ অক্টোবর মন রেগা শ্রমিকদের দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে সম্মান প্রদান করা হবে। পাশাপাশি তাদের একাধিক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সরকারের কাছে তুলে ধরা হবে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাম্প মেশিন ফেটে গুরুতর আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১২ সেপ্টেম্বর।। পাম্প মেশিন ফেটে গুরুতর আহত এক মহিলা। আহত মহিলার নাম মায়াদেবী ত্রিপুরা(৩৪) স্বামী তীর্থ মোহন ত্রিপুরা। ঘটনাটি ঘটে রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ রইস্যাবাড়ি থানাধীন পূর্বসিং পাড়ায়। ঘটনার বিবরনে জানা যায় যানবাহনের চাকায় হাওয়া ভড়ার পাম্প মেশিনটি ওভার চার্জ হয়ে হঠাৎ ফেটে যায়। তাতে পাম্প মেশিনের একটা যন্ত্রাংশ ছিটকে মহিলার পেটে লেগে রক্তাক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকে দ্রুত নিকটবর্তী রইস্যাবাড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসলে অবস্থা গুরুতর হওয়ায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইয়াকুবনগর সীমান্ত পরিদর্শন করলেন বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর।। রবিবার উত্তর জেলার ধর্মনগর ইয়াকুবনগর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শনে আসেন বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন সহ এক প্রতিনিধি দল। বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন রাজধানীর আগরতলার বাংলাদেশ হাইকমিশন দপ্তরে অবস্থানরত রয়েছেন। সেই সাথে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সফর করে ঘুরে দেখছেন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা। সেই সাথে তিনি পরিদর্শন করছেন রাজ্যের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলিও।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সার্বিক দিক দিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও মাঝে মধ্যে সীমান্ত এলাকা গুলোতে ছোট বড় অনেক সমস্যাই লক্ষ্য করা যায়। সহকারী হাই কমিশনার এদিন প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে অকপটে এই কথা শিকার না করলেও স্বাভাবিক ভাবেই ধারনা করা যায় সীমান্ত এলাকা গুলোতে সার্বিক সমস্যা খতিয়ে দেখতেই তিনি রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকাগুলো পরিদর্শন করছেন। আজ বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন সহ প্রতিনিধি দলটি ধর্মনগর মহকুমার ইয়াকুবনগর সীমান্ত পরিদর্শন করে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডের সাথে বার্তালাপ করেন।

কথা বলেন ভারতীয় সীমান্ত সুরক্ষা বাহীনির সাথেও। তারপর কাস্টম অফিস কার্যালয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন উত্তর জেলার সরকারি আধিকারিকদের সাথে। রবিবার সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন কালে বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার ছাড়া ওনার সফরসঙ্গী হিসেবে সাথে ছিলেন বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রথম সচিব,ইয়াকুবনগরের ১৩৯ নং ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানি কমান্ডার প্রমোদ কুমার।ডিসিএম মানিক চক্রবর্তী সহ জেলার প্রশাসনিক আধিকারিক গন।

দশটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছে তালিবানরা

কাবুল, ১২ সেপ্টেম্বর।। দীর্ঘ ২০ বছর পর আফগানিস্তানের ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই তালেবানরা নিজেদের বদলে যাওয়ার কথা বলে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছে। মানবাধিকার, নারী অধিকার, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, সবার অংশগ্রহণের সরকার সহ অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে তারা। যদিও ইতিমধ্যেই তাদের কথা আর কাজে অনেক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। তালেবানের এমন ১০টি প্রতিশ্রুতির বিষয়ে জেনে নেওয়া যাক।

১. প্রতিশোধ নেয়া হবে না- তালেবান ক্ষমতায় আসার পর ভীত সন্ত্রস্ত আফগানরা দেশ ছাড়তে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। তালেবান মুখপাত্র তাদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'আমি আমার স্বদেশিদের আশ্বস্ত করতে চাই, বিদেশিদেরকে সহায়তাকারী অনুবাদক, সামরিক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা সাধারণ নাগরিক যারাই আছেন না কেন সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কারো প্রতি প্রতিশোধমূলক আচরণ করা হবে না'।

২. সরকারে সব পক্ষ থাকবে- সবার অংশগ্রহণমূলক সরকার নিশ্চিত করা হবে উল্লেখ করে তালেবান মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ জানান, 'আফগানিস্তানে একটি শক্তিশালী ইসলামি সরকার থাকবে। নাম কী হবে কিংবা আর কী করা হবে সেটি রাজনৈতিক নেতাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি আমরা। তারা এ নিয়ে জরুরিভিত্তিতে আলোচনা করছেন। কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত যে, আমাদের মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই একটি ইসলামি ও শক্তিশালী সরকার গঠন করা হবে এবং তা আমাদের নাগরিকদের মূল্যবোধ বা স্বার্থবিরোধী হবে না'। ৩. অর্থনীতি পুনর্গঠন- দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তালেবান মুখপাত্র বলেন, 'আমরা দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তুলব। এজন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালুর ব্যবস্থা করা হবে। অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা, বিনির্মাণ ও সমৃদ্ধির জন্য আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ ও অন্য যে সম্পদ আছে তা নিয়ে কাজ করব। এজন্য আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অনুরোধ করছি যে আমাদের সহায়তা করুন, যাতে আমরা খুব দ্রুতই পুরো পরিস্থিতি, আমাদের অর্থনীতি আমরা বদলে ফেলতে পারি'।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ৩২২ ◻ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ◻ ২৭ ভাদ্র ◻ সোমবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

করোনা আবহে স্কুল

দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় প্রাথমিক স্তরে হইতেই রাজ্যের সমস্ত স্কুল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে সরকার। শিক্ষা দপ্তর ইতিমধ্যেই সার্কুলার জারি করিয়া সমস্ত স্কুল কর্তৃপক্ষকে এবং ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অবগত করিয়াছে। সোমবার সকাল হইতে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলমুখী হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। প্রায় দেড় বছর ঘরবন্দি থাকিবার পর পুনরায় স্কুলের আঙিনায় যাইবার সুযোগ পাইয়া ছাত্রছাত্রীরা নিঃসন্দেহে খুশি। কিন্তু রাজ্যের বহু স্কুল রহিয়াছে যেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পার্ট দেওয়ার সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে নাই। এই সমস্যা পরিস্থিতিকে যেকোনো সময় আবারও জটিল করিয়া নামিয়া আসিতে পারে। সব দিক চিন্তা ভাবনা করিয়াই স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। অনেক ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক স্কুল-কলেজের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল পাঠাইবেন না বলিয়া ইঙ্গিত মিলিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য অসমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা লাফাইয়া লাফিয়ে বাড়িতেছে।স্কুল খুলিবার পর আবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল সিকিমের স্কুল গুলি। স্কুল খোলার পরে কয়েকজন ছাত্রের শরীরের করোনার সংক্রমণ ধরা পড়িয়াছে। সিকিমের শিক্ষা দফতরের সচিব জি পি উপাধ্যায় জানাইয়াছেন, পুনরায় ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সিকিমের স্কুল এবং কলেজগুলি বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।শিক্ষা দফতরের সচিব জানান, ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়া এবং করোনার বিধি মানিয়া এই মাসের ৬ তারিখে স্কুল কলেজে পঠনপাঠন শুরু হয়। নবম শ্রেণি এবং অন্য উঁচু শ্রেণির ক্লাস শুরু হইয়াছিল। তিনি বলেন, 'আমরা ছাত্রদের জীবন নিয়ি কোনও রকম ছিনিমিনি খেলিতে চাই না। স্কুল কলেজে ক্লাসের চাইতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জীবন। আমরা বিভিন্ন স্কুল থেকে খবর পাই যে অন্তত ৫ জন ছাত্র কোভিড পজিটিভ। তাই এখন আবার স্কুল বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।'' সিকিমের শিক্ষা দফতরের সচিব আরও বলিয়াছেন, 'আমরা এই বিষয়টি নিয়া খুবই উদ্বিগ্ন। স্কুল বন্ধ করিয়া না দিলে এই সংক্রমণ আরও ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং আরও অনেকেই আক্রান্ত হইতে পারে। যাহারা ওই সব ছাত্রদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহাদের খোঁজ করা হইতেছে। তাহাদের সবার কোভিড পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

অভিভাবকদের কাছে থেকে একটি অনুমতিপত্র নিয়া আসিতে হইবে। সব পড়ুয়াকে মাস্ক পড়িয়া স্কুল আসিতে বলিয়া জানানো হইয়াছে। এই সঙ্গেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, স্কুলগুলিকে কোভিডের স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলিতে হইবে। শিক্ষা দফতর জানাইয়াছে, কোভিড বিধি মানিয়াই ওই ছাত্রছাত্রীদের বসার ব্যবস্থা এবং ক্লাসের রুটিন করিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ত্রিপুরায় সোমবার হইতে স্কুল গুলির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাতে সমস্যা বাড়িবে না তো? সেই আতঙ্ক ও প্রশ্ন কিন্তু রহিয়া গিয়াছে।

এবার বেসুরো দীপ্তাংশু জল্পনা রাজনৈতিক মহলে

দুর্গাপুর, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এবার বেসুরো দুর্গাপুর থেকে দাঁড়ানো বিজেপি প্রার্থী কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। ভবানী পুরে বিজেপির অবাঙ্গালী প্রার্থী নিয়ে টুইটারে পরোক্ষে জোরালো প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। একই সঙ্গে ফেসবুকে পুরোনো দলের স্মৃতি রোমন্থন পোস্ট নিয়েও জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি আবারও তৃণমূলে ফিরছেন? উল্লেখ্য, গত ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে প্রাক্কালে সামরিক বাহিনীর কার্গিল বিজয়ী প্রথমবার বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। অল্প ভোটে পরাজয় হয় সেবার, কারণ সময় পেয়েছিলেন মাত্র বারো দিন। পর্বর্তীকালে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। এবং মুখ্যমন্ত্রীর আস্থাভাজন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গ্রিএভান্স সেলের উপদেষ্টা, এসবিএসটিসির চেয়ারম্যানের এবং পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়ার অবজারভার মত গুরুত্বপুর্ন দায়িত্ব পেয়েছিলেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর তদবিরে পুনরায় বিজেপিতে ফিরে আসেন, যদিও প্রথমে তিনি বেঁকে বসেছিলেন আসবেন না বলে। কিন্তু পরে বিজেপিতে যোগ দেয় এবং দুর্গাপুর পুর্ব কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। নির্বাচনে তার প্রচারে রাজ্য ও প্রদেশের হাইপ্রোফাইল নেতৃত্ব সেভাবে কেউ প্রচারে আসেনি বলে অভিযোগ। তবুও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত অল্প কিছু ভোটে পরাজিত হন তিনি। ফলাফলের পর রাজনৈতিক হিংসায় আক্রান্ত হওয়া কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের উদ্যোগে আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের থাকা খাওয়ার ব্যাবস্থা করেছিলেন।সম্প্রতি নির্বাচনের পর দলের কর্মসূচীতে সেভাবে আর দেখা যায়নি। যদিও রাজ্যে সংগঠনের উচ্চপদের জন্য কেন্দ্রের নেতৃত্ব ডেকেছিলেন। তবে সেটা তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন। সম্প্রতি কলকাতা ভাবানীপুর আসনে উপনির্বাচন। তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা টিব্রুয়াল। ভাবানীপুরের মত আসনে যেখানে বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান, সেখানে এক অবাঙ্গালিকে প্রার্থী করায় পরোক্ষে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী এক টুইটে পরোক্ষে জোরালো প্রশ্ন তুলে লিখেছেন,' ভবানীপুর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মস্থান। দলের প্রতিষ্ঠাতা। দলের পোষ্টারবয়। একইসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের জন্মস্থান। সেখানে তাঁদের পরিবারের কেউ প্রার্থী পাওয়া গেল না? তাঁদের পরিবার কি বিজেপিকে প্রত্যাখান করেছেন?''' তিনি আরও লিখেছেন,' রাজনীতিতে এটা ঐতিহাসিক ভুল। বাংলা ও বাঙ্গালিকে দুরে সরিয়ে যারা বাংলা ভাগের কথা বলে, জাতপাত নিয়ে রাজনীতি করে সেই দল গনতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। কোন বাঙালি বাঙ্গালির আত্ম বিশ্বাস, আত্ম সম্মান যাদের পায়ের নীচে মুড়িয়ে দিতে চায়, তারা রাজনীতিতে বেশী দূর এগোতে পারবে না।' আবার তিনি ফেসবুকে তৃণমূলের থাকাকালিন অভিষেক ব্যানার্জীর সঙ্গে এক অনুষ্ঠানের পুরোনো ছবি স্মৃতি রোমন্থন করে পোষ্ট করেছেন। সব মিলিয়ে তাঁর এই বেসুরো মন্তব্য ও ফেসবুকে পুরোনো ছবি পোষ্ট নিয়ে রীতিমতো জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি তিনি আবারও পুরোনো দলে ফিরছেন? ওনার আজও বহু তৃণমূল কর্মী পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়ার সরাসরি যোগাযোগ রাখেন। সেবিষয়ে কোন মন্তব্য না করলেও দীপ্তাংশুবাবু মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সংগ্রাম জীব টেনে বলেন,' দিদির প্রতি আমার আত্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক সংগ্রাম জীবনী ভারতে অদ্বীতিয়। সেটা আমি পাথেয় করে চলি।'

দীপ্তাংশু চৌধুরীর তৃণমূলে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সদস্য ভি শিবদাসন দাসু বলেন,' তৃণমূলকে সর্বনাশ করেছিল। ওরা দল ছাড়ার পর আসানসোলে ৬ টা বিধানসভায় তৃণমূলের জেতা সম্ভব হয়েছে। দলে আবারও তাদের ফেরানোর বিষয় শীর্ষ নেতৃত্ব দেখবে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন,' তারা দলের নেতা নন, প্রার্থী হয়েছিলেন। কখন পার্টিতে এলেন। কোনদিন দেখাও হয়নি।' হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

বালাসোর বুড়িবালামের তীর, নবভারতের হলদিঘাট....

শান্তনু রায়

৯১৫-এর ৯ সেপ্টেম্বর, ওড়িশার বুড়িবালাম নদীর তীর মুহূরুহ কেপেউঠছে। একপক্ষে পাঁচ বঙ্গ সন্তানত্তত বিপ্লবী বাঘাত্ত যতীনের (যেতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) চিত্তপ্রিয়, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল মাউজার পিস্তল হাতে। অন্যদিকে আধুনিক রণসাজে সজ্জিত চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে বিশাল ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী। এই অসম সম্মুখ সমরে মুখোমুখি হয়ে গুলি ফুরিয়ে না আসা পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ যে লড়াইটা সেদিন ওই বীর পঞ্চ বঙ্গসন্তান যুঝেছিলেন, তা ইতিহাস হয়ে আছে। সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের আবার প্রতিষ্ঠা পেল, রচিত হল এক গৌরবময় এঁতিহ্য। পশ্চাতে পড়ে রইল বিশ্বাসঘাতকদের কলঙ্কি ত কার্যকলাপ। যতীন্দ্রনাথেরত্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে তীরে বাঘা যতীন ওএ তার সাথীদের অসমসাহসী যুদ্ধের কথা স্মরণে রচিত তার "নব ভারতের হলদিঘাট" কবিতাটি যোর পংক্তি বিশেষই শিরোনামরূপে এই নিবন্ধকে অলঙ্কৃত করেছে) ধুমকেতু পত্রিকায় পাতাজুড়ে বাঘা যতীনের ছবি সহ প্রকাশ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে গদর পার্টি, মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও বাংলার অকুতোভয় অবিসম্বাদী বিপ্লবী নায়কযুগান্তর দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বোঘা যতীন) সম্মিলিত রিলে হয়েছিল অগ্নিযুগের জার্মানির অস্ত্র সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিতারণ করে বার্মীনতা অন চেষ্টার কোনও ক্রি ছিল না। দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিজেদের কাজ তারা যথাসাধ্য করেছিলেন। বিদেশে থাকা বিপ্লবীরাও এগিয়ে এসেছিলেন। কাবুলে গঠিত হয়েছিল রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার। কিন্তু কয়েকজনের তায় সব ব্যর্থ হয়ে গেল। অনেকে ধরা পড়লেন। রাসবিহারী ছদ্মবেশে জাপান চলে যেতে সমর্থ হলেন। ভারত-জার্মান এই পরিকল্পনা ফাস নিয়ে যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তার বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'' দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছিলেন। তারা ঘুণাক্ষরে জানতে পারে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব হবে। তারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য ফরাসি ও রুশের মুখাপেক্ষী ছিল... তারা ফরাসি বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগকে খবরটা পৌঁছে দেয়। ফরাসিরা সেই খবরটা বিলেতের গুপ্তচর বিভাগকে জানায়।

এদিকে সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজ ম্যাভেরিক আসার অপেক্ষায় বালেশ্বরে দিন গুনছেন যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা। কিন্তু জুলাই ধরা পড়ে গেল। তবে জার্মান অস্ত্র আনার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও কিন্তু হাল ছাড়েননি বতীন্দ্রনাথ, তার নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীরা তখন প্রস্তুত-ত্ত তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রিটিশকে বুঝিয়ে দিতে একথা যে ভারতবাসী ভীরু নয়। প্রয়োজন শুধু অস্তর। রডা কোম্পানির জন্য চালান হয়ে আসা মাউজার পিস্তল ও গুলি কৌশলে লুঠ করা গেছে হাবু মিত্রের সাহায্যে। অন্যদিকে পুলিশ জানতে পারে কলকাতার হ্যারি অ্যান্ড সনদ মোটেই ব্যবসা সংক্রান্ত অফিসনয়, বিপ্লবীদের পোস্ট বক্স বিদেশের বিপ্লবীদের যোগাযোগ কেন্দ্র। ৭ আগস্ট পুলিশ হ্যারি অ্যান্ড সন্স কোম্পানির অফিস তল্লাশি করে এবং মালিক হরকুমার চক্রবর্তী ও তীর ভাইকে আটক করে। সেখান থেকে তারা বালেশ্বর শাখাঅফিসের সন্ধান পায়। ৪ সেপ্টেম্বর হ্যারি অ্যান্ড সন্সের বালেশ্বরের শাখা অফিস ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম সার্চ করায় বালেশ্বর থেকে কুড়ি মাইল দূর কাপ্তিপোদায় বিপ্লবীদের আবার মোর জানে এদিনের দেয় এবং সেখানে সুন্দরবন অঞ্চলের মানচিত্র এবং পেনাংয়ের একটি সংবাদপত্রের কাটিং পায় যেখানে ম্যাভারিক সম্পর্কে সংবাদ ছিল। ওই আস্তানায় পুলিশ অবশ্য কাউকে পায়নি। কারণ যতীন্দ্রনাথ ও তার সঙ্গী বিপ্লবীরাও পুলিশের উপস্থিতি আগেই পেয়ে গিয়ে কাপ্তিপোদার আস্তনা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। সে অবস্থায়ও যতীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের সফলতার বিপ্লব সম্ভাবনার জন্যে পলায়ন করে সুযোগের অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি দেখলেন যে বিপ্লবের যে পরিকল্পনা তাঁরা করেছিলেন তা আপাতত সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এক বিরাট প্রস্তুতিসকলের অজ্ঞাতে সংঘটিত হয়ে সকলেই অজান্তে মুখ থুবড়ে পেড়েছে। তিনি ভাবলেন জাতির সামনে তুল ধরার মতো কোনও আদর্শ ও প্রত্যয় রেখে না গেলে পরিকল্পিত এই বিপ্লবের ব্যর্থতায় দেশে অবসন্ন হয়ে পড়তে পারে, মুক্তি, সংগ্রামের সম্ভাবনাও দূরে সরে যেতে পারে এ ব্যর্থতার মূলে দলের কতগুলো লোকেরই দুর্বলতা ও নীচ বিশ্বাসঘাতকতাকে অতিক্রম করে এমন বলিষ্ঠকীর্তি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন, যার আলোয় সকল নৈরাশ্যবাদ দুর হয়ে যাবে। অতএব আগামীদিনের সংতরুণ ভারতকে শোনাতে হবে মৃত্যুয়ী রুদ্রসঙ্গীত। এই বিপ্লবী তাপসের অভিমন্তছিল-- "আমরা মরব, দেশ জাগবে?। যতীন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্তে কেউ অন্যথা করেননি-ত্ত তিনি তো সর্ববরেণ্য নেতা।

কিন্তু তারা ভাদ্রমাসের ভরা বুড়িবালাম লোকদের সন্দেহ হল, কারণ পুলিশ ইতিমধ্যে প্রচার করে রেখেছে যে, কতগুলো জার্মান ও দেশি ডাকাত ঘুরে বেড়াচ্ছে গৃহস্থদের টাকাপয়সা লুঠ করার জন্য। গ্রামের লোকজন ওদের পিছু নিল এবং তাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে বিপ্লবীরা অনেকবার তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে অহেতুক আগ্রহ নিয়ে তাদের ভিড় করা উচিত নয়। ভিড়ের লিন উস্কানিতে গ্রামবাসীরা অনেকে বিপ্লবীদের ধাওয়া করল। বাধ্য হয়ে তাঁরা গুলি চালালেন। জনতার সরে গেলে তাঁরা আবার চারখন্দের কাছে নদী পার হয়ে নদীর পাড়ে এক উইয়ের টিপির ধারে বসলেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও তাড়নায় পাঁচজনের সবাই ক্লান্ত। তারপরে একদিকে অরোধ বিভ্রান্ত জনতা এবং অন্যদিকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হয়ে আরম্ভ বয় ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ লড়াই। গুলিতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন চিত্তপ্রিয়। গুরুতর আহত যতীন্দ্রনাথকে এ ব্যর্থতার মূলে দলের কতগুলো লোকেরই দুর্বলতা ও নীচ বিশ্বাসঘাতকতাকে অতিক্রম করে এমন বলিষ্ঠকীর্তি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন, যার আলোয় সকল নৈরাশ্যবাদ দুর হয়ে যাবে। অতএব আগামীদিনের সংতরুণ ভারতকে শোনাতে হবে মৃত্যুয়ী রুদ্রসঙ্গীত। এই বিপ্লবী তাপসের অভিমন্তছিল-- "আমরা মরব, দেশ জাগবে?। যতীন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্তে কেউ অন্যথা করেননি-ত্ত তিনি তো সর্ববরেণ্য নেতা। নিয়ে যাওয়া হয় বালেশ্বর হাসপাতালে। সেখানেই ১০ সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটায় যতীন্দ্রনাথ মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তীর বলিষ্ঠ উচ্চারণ ছিল, আমি গর্বিত, আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু দেশমাতৃকার পুজায় নিবেদিত হয়েছে। তার মৃত্যুর পরে সেই পুলিশ কমিশনার টেগার্ট মাথার টুপি খুলে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন বালেশ্বর জেলে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন্দ্র দাশগুপ্তের ফীসি হয় ১৯১৫ সালের ২২ নভেম্বর। জ্যোতিষ পালকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান। "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোনও শুভানুধ্যায়ীর সাবধানবাণীর উত্তর চার সন্তানের পিতা ৩৬ বছরের যতীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, খালি প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি লুকিয়ে বেড়াব?

আজ আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে যাব। এ উক্তি তো তাকেই মানায়। সে সময় তার বাড়িতে উদ্বিগ্ন অপেক্ষমাণ ছিলেন মাতৃসম দিদি বিনোদবালা ও স্ত্রী ইন্দুবালা তিন নাবালক সন্তানকে নিয়ে প্রেথম সন্তানেরতারপরে একদিকে অবোধ বিভ্রান্ত জনতা এবং অন্যদিকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হয়ে আরম্ভ হয় ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ লড়াই। গুলিতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন চিত্তপ্রিয়। গুরুতর আহত যতীন্দ্রনাথকে আগেই মৃত্যু হয়), কনিষ্টটির বয়স তখন দু'বছর।

উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শরৎশশী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান এই যতীন্দ্রনাথের জন্ম হয় কুষ্ঠিয়া জেলা কুমারখালীর কয়াগ্রামে ১৮৭৯ সালে। শৈশব থেকেই শারীরিকা শক্তির জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। একবার বাঘের সামনে পড়ে গিয়ে একটি মাত্র ছোরার সাহায্যে একাসেই বাঘের সঙ্গে লড়াই করে তাকে কাবু করেছিলেন। নিজের শরীরেও বাঘের নখে হয়েছি শতাধিক ক্ষত। সেই থেকে তার নাম হয় বাঘাযতীন। ১৮৯৫ সালে এন্ট্রা পাশকরে তিনি কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজে ভর্তি হন। এই সময় বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে যতীন দেশের স্বাধীনতার জন্য আধ্যাত্মিক বিকাশের কথা ভাবতে শুরু করেন এবং শরীর চর্চার জন্য কুস্তির আখড়ায় ভর্তি হন। ১৮৯৯ সাল গ্রহণকরেন। পরে মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে মজফফরপুর থেকে চলে এলেন এবং আর ফিরে যাননি। ১৯০৩-এ শ্রীঅরবিন্দের সাথে পরিচয়ের পর যতীন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন-- সরকারি নথিতে যতীন অরবিন্দের দক্ষিণ হস্ত বলে পরিচিত। অরবিন্দের সংস্পর্শে এসে শরীর গঠনে আখড়ায় যোগ দেন, গাছে ওঠা, সীতার কাটা ও বন্দুক ছোড়ায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে প্রথম পুত্র অতীন্দ্রেরা কাল মৃত্যুর পর যতীন পরিবারের সাথে তীর্থ করতে যান হরিদ্বারে, সেখানে গুরু ভোলানন্দ গিরির দর্শন ও বিপ্লব কর্মে তার আশীর্বাদও জমর্থন প্রাপ্তির পর যান বৃন্দাবনে নিরালম্ব স্বামীর (এককালের বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সাথে দে নকতলা বোমা মামলায় আলিপুর আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা করার অভিযোগে প্রাণদণ্ড হয় বিপ্লবী চরু বসুর।

১৯১০ সালে অত্যাচারী পুলিশ অফিসার সামসুল আলমকে হত্যার অভিযোগে বীরেন দত্তগুপ্তের ফীসি হয়। দু'টি হত্যার সঙ্গেই জড়িত থাকার অভিযোগে যতীনকে অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হয়, যদিও পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয় হাওড়া-শিবপুর ষড়যন্ত্র মামলায়। ১৯১১-র ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পেয়ে আত্মনিয়োগ করলেন সমস্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে সংঘবদ্ধ করে কাজে সমন্বয় আনতে এবং সংহত সশস্ত্র অভ্যুর্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে। বুড়িবালামের তীরে এই লড়াই স্মরণে কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন বুড়িবালামের তীরে'' কবিতাটি যা সংকলিত হয়েছে তীর ''সব হারাদের গান' গ্রন্থে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুবরণ বা ফাসির মঞ্চে বনু বিপ্লবীর জীবন শেষ হলেও যীরা বাইরে ছিলেন তাদের কর্মপ্রচেষ্টা সব্ধ হয়নি কদাপি।

সাহিত্যিক বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত উপস্থিত মুক্তি ফৌজ। বিপ্লবী নেতৃত্বের সার্থকতম পরিণতি হল নেতাজির নেতৃত্বে। আজ ১০ সেপ্টেম্বরে বুড়িবালামের তীরে অসম সাহসী লড়াইকে স্মরণে রেখে সেই বীর বিপ্লবী বঙ্গসন্তানের প্রতি নিবেদিত হোক বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আজ যা 'নিষিদ্ধ', কাল তা 'জরুরি' হতে পারে

প্রীতীশ নন্দী

কঠোর এবং রাগি বাপ-মায়েরা যেমন নিজেদের নির্ধারিত পথে সন্তানদের চালিত করেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে, সন্তানদের সবচেয়ে ভাল কিসে হবে, সেটা একমাত্র তাঁরাই বুঝতে সক্ষম, রাষ্ট্রও কি তেকমনতর কিছু ? না কি, রাষ্ট্রর হওয়া উচিত দিলখোলা, সন্তাদের বুঝতে চাওয়া, বন্ধু হওয়া বাপ-মায়েদের মতো? যাঁরা সন্তানদের স্বাধীনতার স্বাদ পেতে সাহায্য করছেন, ইচ্ছেমতো বড় হতে দেবেন। সন্তানরা ভুল করলে মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন না। বরং সেই ফলভোগের মধ্য দিয়ে ঠেকে শেখার সুযোগ দেবেন।

প্রতিটি রাষ্ট্রকেই এর কোনও একটি বেছে নিতে হয়। আর, আমরা, এই নাগরিকরা সেই বেছে নেওয়া পথেই চলতে বাধ্য হই। কারণ, আমরাই ভোট দিয়ে সেই প্রশাসনকে নিয়ে আসি। আমাদের অভিভাবকদের আমাদের জীবনের উফর কায়েম করতে দিই।

'ক্রিপ্টোকারেন্সি' বা ডিজিটাল মানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে পুনারায় মুক্ত চিন্তার পথ রোধ করার প্রশ্নটি উঠে এল। সাম্প্রতিক একটি সংবাদের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১ কোটি ভারতবাসী, ১০ হাজার কোটির ডিজিটাল অ্যাসেট ধারণ করছে। আর এই নিষিদ্ধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদের বিপুল ক্ষতি হতে চলেছে। কারণ, নিষিদ্ধ ঘোষণার পর থেকেই ক্রিপ্টেকারেন্সির কালোবাজারি হতে শুরু করে দিয়েছে। ঠিক যেমনটা যে কোনও দ্রব্য বা বিষয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেই তা নিয়ে কালোবাজারি শুরু হয়ে যায়। এই যেমন মধ্যপানীয়র ক্ষেত্রেই দেখুন না। যত নিষিদ্ধতার পরোয়ানা জারি হয়েছে, তত বেশি করে কালোবাজারি, পাচারকারী আর চোলাই-ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়েছে। আর তত বে-আইনি মদ খেয়ে মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়েছে। কিংবা লটারি, ক্যাসিনো, সাট্টার কথা ভাবা যাক। বা ক্রিকেট ঘিরে জুয়া। সবক'টা আইন-বিরুদ্ধ, অধিকাংশ রাজ্যেই নিষদ্ধ। তদুপরি, ইন্টারনেট লটারির বন্যায় আমরা কি ভাসি না? ক্যাসিনো না হয় উপকূলবর্তী হয়েছে। কিন্তু ক্রিকেটের জুয়া? দেশজুড়ে আজ প্রায় ৪ লাখ কোটি টাকার বার্ষিখ প্রতিরক্ষা-খাতে ব্যয় ওয়া বাজেটের চেয়ে কিঞ্চিৎ কম।

মজার কথা হল, আজ যা নিষিদ্ধ হয়তো হিসাবে মান্যতা পেল। সরকার বদলায় যখন, ভাবনা -চিন্তার পদ্ধতিও বদলায়। ঠিক-ভুলের মাপকাঠি বদলে যায়। ২০০৯ সালে সাতোশি নাকামোতে ছদ্মনামে ধুরন্ধর জিনিয়াস এক ব্যক্তি ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল মানি-র প্রথম সূচক 'বিটকয়েন'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটান। তার পর থেকে ক্রমশ বিটকয়েন জনপ্রিয়তা পেতে আরম্ভ করে। খুব শীঘ্রই হয়তো এটা বিশ্বব্যাপী মান্য টাকা বা 'গ্লাবাল কারেন্সি' হিসাবে মান্যতা পাবে। এই তো, সম্প্রতি, এলন মাস্ক দেড় বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লগ্নি করেছেন বিটকয়েন-এ এবং এই ঘোষণা অবধি করেছেন যে, 'টেসলা' গাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে শোরুমে বিটকয়েন অর্থ হিসাবে গ্রহণ করা হবে। বর্তমানে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গাড়ির দাম ভারতীয় অর্থের মূল্যে ৩৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু কথা হল, বিটকয়েন যে ব্যক্তি ব্যবহার করে, সে কি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বানানো ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করবে আদৌ? কস্মিনকালেও না। কেন করবে। বিটকয়েন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যটাই তো অন্য। তা হল, এই অর্থের বিনিময়ে কোনও তৃতীয় পক্ষ নেই। কোনও ব্যাঙ্ক নয়, প্রশাসনিক সাফাইদের ব্যাপার নেই। সরাসরি ক্রেতাও বিক্রেতার মধ্যেকার বিষয়। খুবই জটিল, কিন্তু এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, কোনও কৈফিয়ত দেওয়ার ব্যাপার নেই। বিটকয়েনের পুঁজি বিষয়ে আপনি কতখানি বিটকয়েন এককাট্টা করেছেন বা 'মাইনিং' করেছেন, কতখানি 'ব্লকচেন' আপনার—এসব কেউ জানবে না। এই আড়ালটাই তো বিটকয়েনের প্রধান উদ্দেশ্য।

তেমনই মদ্য। রাষ্ট্রের আরেক শত্রু। নিষিদ্ধ, অথচ কর ও আবগারি দফতরে মধ্য থেকে আসা শুল্কের পরিমাণ বিঘত। ২০২০-তেই আদায় হয়েছে ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু এই আদায় তো আজও 'পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট', তাই নয় কি? বিহারের মান্য মুখ্যমন্ত্রী তো আবার গত হপ্তায় ঘোষণা করলেন, প্রশাসনিক নীতি অনুযায়ী মদ নিষিদ্ধ এবং যে কোনও সরকারি কর্মী বা চাকরিজীবী যদি মদ্যপান করতে গিয়ে ধরা পড়েন তবে তাঁর তৎক্ষণাৎ চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হবে। অনুরূপভাবে, গুটখাও পানমশলার নিষিদ্ধকরণ ও হাস্যকর। কারণ, এগুলি সবই খোলাবাজারে বেমালুম বিক্রি হচ্ছে। যেসব দোকান এই পানমশলা, গুটখা বিক্রি করে, তারা সিগারেট-বিড়ি ও বিক্র করে, যা কিনা আরেকটি নিষিদ্ধ বস্তু। তাহলে বুঝতে পারছেন।

সেন্সরশিপ-ও আলাদা কিছু নয়। কিন্তু, সৌভাগ্যের বিষয়, কোনও সেন্সরড বিষয় বা দৃশ্যই বেশিদিন আড়াল থাকে না। কোনও না কোনওভাবে আন্তর্জালে সে ঠিক ফুটে ওঠে। একটা সয় ছিল, যখন নিষিদ্ধ ঘোষণার চেয়েও ন্যক্কারজনক ছিল সেন্সরশিপ। 'জরুরি অবস্থ'-র দিনগুলোই ভাবুন না। খবরের কাগজ হেডলাইন ছাড়া, ফাঁকা পাতা নিয়ে বেরত। একের পর এক কার্টুন বাতিল হয়ে যেত। প্রশাসন বা রাষ্ট্রর সেন্স অফ হিউমার' বলে কিস্যু নেই। কার্টুনিস্টদের প্রায়ই গ্রেফতার করা হয়। মুনাওয়ার ফারুকি যেমন। তাঁকে গ্রেফতার করা হল এমন এখ জোক বলার অপরাধে, যা কিনা তিনি বলেনইনি। 'জরুরি অবস্থা'-র সময়, সেন্সর বোর্ড 'কিস্সা কুরসি কা' নামের একটি বি-গ্রেড মুভি থেকে ১৫ টা কাট করতে বলেছিল, ভাবুল খালি। কিন্তু তাতেও ইন্দিরা গান্ধী ক্ষান্ত হননি। শেষমেশ তিনি ছবির প্রিন্টটা তুলে নেন, এবং পুড়িয়ে ছাই করে তবে ক্ষান্ত হন। কিন্তু এটাকে বোকা সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। এত কিছু করে, শেষমেশ চলচ্চিত্রটি 'কাল্ট' স্ট্যাটাস পেয়ে যায়, এবং চলিচ্চত্রটির নির্মাতা অমৃত নাহাটা রীতিমতো হিরো হয়ে যান রাতারাতি। কাশ্মীর হোক বা দিল্লির সীমান্তে কৃষকদের আন্দোলন—সর্বত্র ইন্টারন্টে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ও নজিরগুলো ভারতের মুকুটে কোনও পালক যোগ তো করেইনি, উলটে অকারণ-অহেতুক হাস্যাস্পদ ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের কাছে। যদিও,রাষ্ট্রমন্ত্র বিষয়টাকে এভাবে দেখে না। দেখতে পারেও না। আসলে, কোনও গণতন্ত্র বা ফ্যাসিজমের ধুয়ো নয়, সবই ক্ষমতা প্রদর্শনের খেলা। আপনি যদি সুযোগ দেন রাষ্ট্রমন্ত্রকে আপনার উপর ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য, রাষ্ট্রযন্ত্র একটুও কুণ্ঠা না রেখে আপনার উপর চেপে বসবে। আপনার কিছু করারথাকে না, যতক্ষণ না আপনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠছেন। ঠিক যেমনচা সন্তানরা আর সহ্য করতে না পেরে একসময় তাদের বদমেজাজি কড়া বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। এর কারণটা এটা নয় যে, বাপ-মায়েরা খারাপ মানু। কিন্তু আসল বিয় হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতার তাড়না একটা সময়ে গিয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এর ফল সংসারে ভাঙন । মানসিক পীড়ার বিপর্যস্ত অবস্থা।

কিন্তু সত্যি কথাটি হল, স্বাধীনতা কোনও বিষম বস্তু নয়। ভয়ংকর কিছু নয়। স্বাধীনতা আমাদের মুক্ত করে। স্বাধীনতা কখনও আমাদের মুক্ত করে। স্বাধীনতা কখনও আমাদের একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না। স্বাধীনতা সেটাই যেখানে বাপ-মা আর সন্তা এক অপরকে ভালবাসা ও সম্মানের মধ্য দিয়ে একসঙ্গে থাকতে শেখে। স্বাধীনতা সেটাই ,যেখানে পরিবার প্রত্যেকটা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তের সময় পাশে দাঁড়ায়, , তারা ভুলটা ভাগ করে নেয় ,এবং একসঙ্গে জীবনটাকে চিনতে বুঝতে শেখে।

রাষ্ট ও তার নাগরিকের ক্ষেত্রেও বিষয়টা তেমনই। একে অপরের খামতি গ্রহণ করে তাদের বাঁচতে জানতে হবে। নিগ্রহ করে অবদমন করে কোনও লাভ হয় না। সেটা কোনও সমাধান নয়। নিষিদ্ধ করা আর সেন্সরশিপের কাজটাই কেবল কর্তব্য পালনের বিষয় নয়। মানুষকে ঠিক বুল শেখানোটা রাট্রে একমাত্র প্রশাসনিক কর্তব্য নয়।

বহু নিষিদ্ধি বই আজ কালজয়ী ক্লাসিক কিংবদন্তি হিসাবে বিদিত। সলমন রুশদির 'স্যাটানিক ভারসেস' অবশ্যপাঠ্য একটি বই। বব গুচ্চোনে-র 'ক্যালিগুলা' একটি কালজয়ী সিনেমা। স্ট্যানলি কুব্রিক -এর 'ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ' বিশ্বের সেরা দশটি চলচ্চিত্রের একটি। জেমন জয়েস-এর 'ইউলিসিস' সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কেউ আনাইস নিন-এর 'দ্য উইন্টার অফ আর্টিফিস'-কে পর্নোগ্রাফি বলেদাগিয়ে দেয় না আজ আর। মারিজুয়ানার ব্যবহার বিশ্বজুড়ে ক্রমশ আইনত হয়ে উঠছে। নতুন প্রজন্ম ক্রমশ নতুন নতুন গুণ ও বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে এবং আবিষ্কার করছে নিজেদের যেসব বিষয় আমাদের কালে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছিল। গোটা দুনিয়া এই নিষিদ্ধতার ভেক থেকে বেরিয়ে আসছে। আমাদেরও বেরিয়ে আসার এটাই সময়।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি ঃ নিজস্ব।

জোর করে ভোট, পিছনের দরজা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা: দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভবানীপুরের উপনির্বাচন নিয়ে রবিবার তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমনে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকার জন্যেই জোর করে এই উপনির্বাচন করা হচ্ছে। নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর বিপরীতে তৃণমূল সুপ্রিমোর পরাজয়ের পর এখন নিয়ম অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী থাকতে চাইলে ছ''মাসের মধ্যে তাঁকে কোনও না কোনও ভোটে জিতে আসতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুরের ভোট তাতপর্যপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পিছনের দরজা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হতে হচ্ছে। সেই কারণেই জোর করে উপনির্বাচন করানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁর। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী না হলে তৃণমূল দলটাই থাকবে না। উঠে যাবে। বিজেপি যে ভবানীপুরে জেতার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামছে সেকথাও এদিন পরিষ্কার করে দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, নন্দীগ্রামের মতো ভবানীপুরেও ভোটের ফল তাঁদের পক্ষেই যাবে। কোভিড আবহে উপনির্বাচন নিয়ে আপত্তি করেছিল বিজেপি। কেন আরও কেন্দ্রে ভোট বাকি থাকতে শুধুমাত্র ভবানীপুরের উপনির্বাচনের তারিখ জানানো হল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে একাধিক।

শ্রীনগরে জঙ্গি হামলায় গুরুতর জখম পুলিশ কর্মী

শ্রীনগর, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হামলা। আবারও নিশানায় পুলিশ । রবিবার সকালে কাশ্মীর পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে জঙ্গিরা। তাতে জখম হয়েছে এক পুলিশ কর্মী। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলছে তাঁর। রবিবার সকালে মধ্য কাশ্মীরের শ্রীনগরের খানওয়ার জেলায় হামলাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, আচমকাই তাদের উপর হামলা করে জঙ্গিরা। তাতে জখম হয়েছেন আরশিদ আহমেদ নামে এক পুলিশ কর্মী। চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হামলার পরই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। জঙ্গিদের খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি। এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠন হামলার কথা স্বীকার করেনি। তবে মুজাহিদিন বা লস্কর জঙ্গিরা হামলার সঙ্গে জড়িত বলে অনুমান।

এনকাউন্টার, ধুবড়ি পুলিশের গুলিতে হত ডাকাত সাইদার

বিলাসীপাড়া (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম পুলিশের আবারও এনকাউন্টার। এবার গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে কুখ্যাত ডাকাত সাইদার আলি। ঘটনা গতকাল শনিবার রাতে ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসীপাড়ায় সংঘটিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বিলাসীপাড়ায় গতকাল রাতে ছয় ডাকাতের এক দল মোটর বাইকে করে আসছিল। পুলিশ তাদের গতিরোধ করতে সিগন্যাল দেয়। কিন্তু গতিরোধ না করে উল্টো পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে পালাতে চেষ্টা করে ডাকাতরা। তখন পুলিশও বাধ্য হয়ে তাদের লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি চালায়। এতে এক ডাকাত গুলিবিদ্ধ হয়ে বাইক থেকে পড়ে যায়। বাকি পাঁচজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। গুলিবিদ্ধ আহত ডাকাতকে সঙ্গে নিয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু চিকিৎসা শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে। নিহততে কুখ্যাত ডাকাত সাইদার আলি বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

করিমগঞ্জের লোয়াইরপোয়ায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান

বজারিছড়া (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ বন দফতরের অন্তর্গত সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলিতে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত। গোটা জেলার পাশাপাশি পাথারকান্দি এবং রাতাবাড়ির চারটি ফরেস্ট রেঞ্জের বনভূমি বেদখলমুক্ত করতে মরিয়া বন কর্মীরা। রবিবার লোয়াইরপোয়া রেঞ্জের লঙ্গাই বিটের পাকু এলাকায় ফের অভিযান চালিয়ে অবৈধ দুটি ফিশারির বাঁধ কেটে দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি অবৈধ সুপারি বাগান কেটে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানে প্রায় দুই হেক্টর পরিমাণ বনভূমি বেদখলমুক্ত হয়েছে, জানান এসিএফ সুখদেব সাহা।

এসিএফ সুখদেব সাহা জানান, সরকারের কড়া নির্দেশ, এক ইঞ্চি জমিও বেহাত হতে দেওয়া হবে না। জবরদখলদারদের বিরুদ্ধে বন দফতরের এ ধরনের অভিযান অব্যাবহত থাকবে, বলেন সাহা।

ভূমিধসের কারণে হিমাচল প্রদেশের ৩০৫ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ

দেহরাদুন, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারী বৃষ্টির ফলে ভূমিধসের কারণে হিমাচল প্রদেশের কুলু জেলার ৩০৫ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। রবিবার এমন পরিস্থিতির ফলে জাতীয় সড়কের ওপর ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। বানজার জেলার মহকুমা শাসক জানান, রবিবার সকাল থেকে অতি ভারী বৃষ্টির ফলে এখানে ভূমিধস হয়। যার ফলে ৩০৫ নম্বর জাতীয় সড়কে দারুণভাবে প্রভাব পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা। যদিও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

পাঁচদিনের মধ্যেই ডাকাতির কিনারা করল পুলিশ, গ্রেফতার দুই

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : গত ৭ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার দেবনগর এলাকায় এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে মারধর করে বাড়িতে রাখা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছিল ডাকাত দল। একইসঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল দেড় লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়নাও। বৃদ্ধ দম্পতি এরপর থানায় অভিযোগ দায়ের করতেই তদন্তে নামে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। অবশেষে শনিবার গভীর রাতে জলপাইগুড়ির পাঙ্গা সাহেব বাড়ি এলাকা থেকে পলাশ বিশ্বাস ও সম্রাট রায় নামের দুই যুবককে এই ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার দুই অভিযুক্তকে জেলা আদালতে তোলা হয়। ঘটনায় জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি বলেন, ডাকাতির অভিযোগে আমরা দুইজনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছি। এদের ১৪ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে। এদিকে, দুই অভিযুক্ত গ্রেফতার হলেও খোয়া যাওয়া সোনার গয়না ও চার লক্ষ টাকার হদিস এখনও মেলেনি। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা খুব শীঘ্রই খোয়া যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করবেন। তারপরই সেগুলি তুলে দেওয়া হবে সেই বৃদ্ধ দম্পতির হাতে।

মেঘ সরতেই দর্শন মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশুভ্র স্লিপিং বুদ্ধর

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আকাশ মেঘমুক্ত হতেই উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গা থেকে দেখা মিলল শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার। রৌদ্রকরোজ্জ্বল রবিবাসরীয় ছুটির বেলায় কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য দেখা গেল শিলিগুড়ি সহ ডুয়ার্সের একাধিক জায়গা থেকে। ছুটির দিনে পরিস্কার স্লিপিং বুদ্ধ দেখতে উপচে পড়ল পর্যটকের ভিড়। ঝলমলে আকাশে প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে উকি দিচ্ছে অপরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘা। স্লিপিং বুদ্ধর পুরো রেঞ্জ খুব কম জায়গা থেকেই এভাবে দেখা যায়। সেখানে অবিশ্বাস্য হলেও ইসলামপুর থেকে শরতের আকাশে প্রায়ই এই দৃশ্য চোখে পড়ে।

করোনা আবহে থিমে না বোসপুকুর সার্বজনীনের

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। এরই মাঝে আর মাত্র কয়েকদিন পরেই মা আসছেন মর্তলোকে। ইতিমধ্যেই শহর জুড়ে বিভিন্ন পূজা মন্ডপে চলছে সেই তোড়জোড়। তবে, বর্তমানের পরিস্থিতিতে সমস্যায় পুজো কমিটির সদস্যরাও। আর তাই চলতি বছর দুর্গা পুজোয় থিমের পথে হাঁটল না বোসপুকুর সার্বজনীন।

সারাটা বছর শহরবাসী অপেক্ষা করে থাকে দুর্গা পুজোর জন্য। আর কলকাতার দুর্গা মানেই থিমের লড়াই। কিন্তু গত বছর থেকেই যেন সেই থিমের লড়াই কিছুটা ফিকে হয়েছে। কারণ শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। যার জেরে বহু মানুষের রুজিতে পড়েছে টান। প্রতিবছরই থিমের লড়াইয়ে এগিয়ে থাকে বোসপুকুর সর্বজনীন। কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতিতে সেই থিমের পথ ছেড়ে দিল বোসপুকুর। থিম মানেই নতুনত্বের ছোঁয়া। আর তাতে বহু খরচা। চলতি বছরের পরিস্থিতিতে সেই খরচা যেনও অসম্ভব। আর তাই এই বছর থিম বিহীন বোসপুকুর সর্বজনীন।

ভোট প্রচারে এবার মুখ্যমন্ত্রীর ভাই

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভবানীপুরে বেজে গিয়েছে উপনির্বাচনের দামামা। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুরে উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচার সেরেছেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আর এবার ভোট প্রচারে সামিল হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইও। রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে প্রচার সারলেন তিনি। ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আটটি ওয়ার্ড জুড়ে থাকেন একাধিক ভাষাভাষির মানুষ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। এরই মাঝে এবার ভোটযুদ্ধে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হয়ে এদিন প্রচারে নামলেন ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কলকাতা পুরসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়িবাড়ি গিয়ে প্রচার সারলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটের পটুয়াপাড়া, পাবর্তী চক্রবর্তী লেন, রানি শঙ্করী লেনের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে প্রচার সারলেন কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুম্বই ধর্ষণ কাণ্ডে কমিশনারের মন্তব্যে বিতর্ক তুঙ্গে

তোপ জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য চন্দ্রমুখী দেবীর

ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মুম্বইয়ের 'নির্ভয়া'র করুণ পরিণতিতে গর্জে উঠেছে দেশ। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেই মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনারের এক মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে তাঁর মন্তব্যের। মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার হেমন্ত নাগরালেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, উৎসবের মরশুমে যেখানে পুলিশের টহলদারি বেড়েছে, সেখানে কীভাবে এমন অপরাধ ঘটল? তারই উত্তর দিতে গিয়ে কমিশনার বলেন, ''পুলিশ ঘটনাস্থলে ১০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের পক্ষে প্রতিটি অপরাধের ঘটনায় উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। খবর পেলে তবেই সেখানে যাওয়া সম্ভব। পুলিশ তাদের সেরাটাই দিয়েছে।'' তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তোপ দেগেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য চন্দ্রমুখী দেবী। কমিশনারের মন্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ''এই ধরনের বিবৃতি অত্যন্ত দুঃখজনক। পুলিশ নিজেদের দায়িত্ব থেকে এইভাবে পালাতে পারে না।'' উল্লেখ্য, শুক্রবার ভোরে মুম্বই পুলিশের কাছে একটি ফোন আসে। জানানো হয়, সাকিনাকার খ্যায়রানি এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় এক মহিলা পড়ে রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি টহলরত পুলিশের একটি দলকে সেখানে পাঠানো হয়। দেখা যায়, টেম্পোর ভিতরে মহিলার রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। তাঁকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় রাজাওয়াড়ি হাসপাতালে। জানা যায়, ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৩৪ বছরের মহিলা। তাঁর যৌনাঙ্গে রড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৩৩ ঘণ্টা ধরে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিলেন নির্যাতিতা। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মোহন চৌহান নামের ৪৫ বছরের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

যোগীর উত্তরপ্রদেশের বিজ্ঞাপনে মা উড়ালপুলের ছবি, ডবল ইঞ্জিন নিয়ে তুলোধোনা তৃণমূলের

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশের যোগীরাজ্যের উন্নয়নের বিজ্ঞাপনে কলকাতার ছবি। আর সঙ্গে লেখা, 'ট্রান্সফরমিং উত্তরপ্রদেশ আন্ডার যোগী আদিত্যনাথ ' অর্থাৎ যোগীর নেতৃত্বে কীভাবে বদলে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশে, তারই ব্যাখ্যা রয়েছে ওই বিজ্ঞাপনে।

জাতীয়স্তরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া এই বিজ্ঞাপন ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। আর স্বাভাবিকভাবেই এই ইস্যুতে বিজেপিকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁর কথায়, ''বিজেপি সবচেয়ে শক্তঘাঁটি উত্তরপ্রদেশেই মুখ থুবড়ে পড়েছে ডবল ইঞ্জিন সরকার। এবার সেটা প্রকাশ্যে চলে এল।'' তাঁর আমলে নাকি উত্তরপ্রদেশে দারুণ উন্নয়ন হয়েছে। খবরের কাগজের প্রথম পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপনে সেসবই লেখা রয়েছে। রয়েছে যোগী আদিত্যনাথের বড় ছবি। কিন্তু উন্নয়নের যে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, তা কলকাতার মা উড়ালপুলের! দেখা যাচ্ছে হলুদ ট্যাক্সিও। ডবল ইঞ্জিনে এই দৈন্য কেন? কেন কলকাতার উন্নয়নের ছবি ব্যবহার করতে হয়েছে যোগীকে? উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। বছর ঘুরলেই উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। তাই জোরকদমে শুরু হয়েছে সরকারি প্রচার। যোগী আদিত্যনাথের ''কর্মযজ্ঞ'' প্রকাশের বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে কলকাতার ''মা'' উড়ালপুলের ছবি। সেই ছবি যে কলকাতার, তা উড়ালপুলের পাশের একটি হোটেলের ছবি থেকেও স্পষ্ট। ভাল করে দেখলে বোঝা যায়, উড়ালপুলের উপর চলছে কলকাতার অন্যতম পরিচয় হলুদ ট্যাক্সিও। পার্ক সার্কাস ও এজেসি বোস রোডের সঙ্গে ইএম বাইপাসকে সংযুক্ত করা এই উড়ালপুলের নাম ''মা'' রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সেতু কী করে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিজ্ঞপনে ব্যবহার করা হল? আজ, রবিবার বেশ কয়েকটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। আর তা নিয়ে ইতিমধ্যেই সমালোচনায় সরব তৃণমূল। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই বিজ্ঞাপনের ছবি প্রকাশ করে টুইটে দাবি করেছেন, বাংলার উন্নয়নের ছবিতেই ভরসা করছে বিজেপি-র সরকার। বিজেপি-র ''ডবল ইঞ্জিন মডেল'' ব্যর্থ হয়েছে।

বড়চেনাম গ্রামে পিএমজিওয়াই-এর অধীনে সড়ক নির্মাণের কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

হাফলং (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সড়ক নির্মাণের নামে সরকারি তহবিলের অপচয় হচ্ছে ডিমা হাসাও জেলায়। শহরের সঙ্গে গ্রামগুলিকে সংযুক্ত করতে রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (পিএমজিওয়াই)-র অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে রাস্তা নির্মাণে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি সংগঠিত হচ্ছে বলে বিস্তর অভিযোগ উঠছে। কোথাও সরকারি পোর্টালে দেখানো হচ্ছে রাস্তা নির্মাণের কাজ ৯৯ শতাংশ শেষ হয়ে গেছে। সরকারি পোর্টালে যে কাজ ৯৯ শতাংশ শেষ হয়ে গেছে বলে দেখানো হচ্ছে, বাস্তবে এই সকল রাস্তার ৫০ শতাংশও নির্মাণ হয়নি। একই ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে ডিমা হাসাও জেলায়। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে মিচিডুই বড়চেনাম ৩৩ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের কাজ নিয়ে এবার এক বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।কাগজে কলমে মিচিডুই বড়চেনাম সংযোগী সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বলে সরকারি পোর্টালে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই রাস্তা নির্মাণের কাজ এখনও শেষই হয়নি। এমন-কি এই সড়ক গত ফেব্রুয়ারি মাসে উদ্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু উদ্বোধনের তিন মাসের মধ্যেই সড়কের বিভিন্ন অংশ ভেঙে পড়েছে। সড়কে ব্ল্যাকটপিং ওঠে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে নির্মিত কালভার্টে বিশাল বিশাল ফাটল দেখা দিয়েছে। একমাত্র নিম্নমানের কাজের দরুনই মিচিডুই বড়চেনাম সংযোগী এই রাস্তার বেহাল অবস্থা, অভিযোগ গ্রামবাসীদের। হাফলং লোক নির্মাণ (পূর্ত) বিভাগের অধীনস্থ এই সংযোগী সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব ২০১৯ সালে তুলে দেওয়া হয়েছিল চঞ্চল পাল বাবিয়া নামের এক নির্মাণ সংস্থাকে। মোট ৩৩ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩১ কোটি টাকা। কিন্তু এই নির্মাণ সংস্থা কাজ সম্পূর্ণ না করেই ইতিমধ্যে ৮৬ শতাংশ বিল তুলে নিয়েছে। মোট ২৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার বিল চঞ্চল পাল বাবিয়া নির্মাণ সংস্থাকে মিটিয়ে দিয়েছে লোক নির্মান বিভাগ। হাফলং লোক নির্মাণ বিভাগের কার্যনিবাহী অভিযন্তা জগমোহন বড়ো এই বিল মিটিয়ে দেওয়ার কথা অস্বীকার করলেও সরকারি তথ্যে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে মিচিডুই বড়চেনাম সংযোগী পথের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট বিভাগ ২৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার বিল মিটিয়ে দিয়েছে নির্মাণ সংস্থাকে।প্রশ্ন উঠেছে, সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই লোক নির্মাণ বিভাগের কার্যনির্বাহী অভিযন্তা জগমোহন বড়ো মোটা অঙ্কের বিল কী করে চঞ্চল পাল বাবিয়া নির্মাণ সংস্থাকে মিটিয়ে দিয়েছে? এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে মিচিডুই বড়চেনাম সংযোগী সড়ক নির্মাণে যে নিম্নমানের কাজ হয়েছে এবং সড়কটি উদ্বোধনের তিন মাসের মাথায় ভেঙে চৌচির হয়ে যাওয়ার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা লক্ষণীয়।

কথায় গানে প্রয়াত সঙ্গীতাচার্য পন্ডিত বিশ্বনাথ সুরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কথায় গানে প্রয়াত সঙ্গীতাচার্য পন্ডিত বিশ্বনাথ সুরকে শ্রদ্ধা জানালেন তাঁরই গুন্মুগ্ধ ছাত্রছাত্রী তথা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা। রবিবার দমদমের কাজিপাড়ার এক প্রেক্ষাগৃহে প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পীর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা সঙ্গীত প্রিয় সংসদের উদ্যোগে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপণ করেন তাঁর গুণমুগ্ধরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তবলাবাদক পন্ডিত সমর সাহা, প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী পন্ডিত কুবের সেনগুপ্ত এবং মাষ্টার মশাইয়ের গুন্মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীরা। তাঁর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধবার্তা পাঠান প্রসার ভারতীর প্রাক্তন অধিকর্তা(পূর্ব ভারত) শ্রী সুনীত চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত চিকিৎসক তথা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হারমোনিয়াম বাদক জ্যোতি গোহো। প্রসঙ্গত, গত ২৯ আগস্ট (রবিবার) ঘুমের মধ্যেই সুরলোকে পাড়ি দেন সঙ্গীতজগতের প্রবাদপ্রতীম দুই মরারথী এ টি কানন ও কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়েরর প্রিয় শিষ্য সঙ্গীতাচার্য পন্ডিত বিশ্বনাথ সুর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনে অসংখ্য সুযোগ্য ছাত্রছাত্রীকে তৈরি করেছেন। যাদের মধ্যে অনেকেই আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সারা বিশ্বের প্রথম বায়োনিক কিডনি

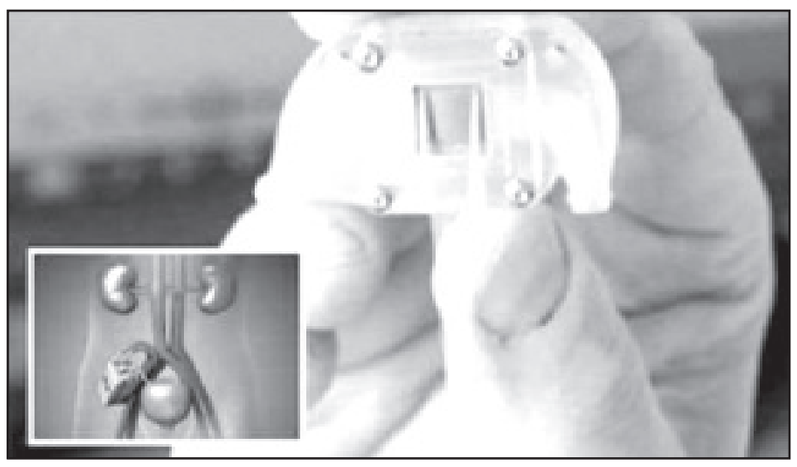

১৯৪৭ সালের সাড়া জাগানো অ্যাকশনধর্মী সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্র রোবোকপের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। না থাকলেও সমস্যা নেই, অ্যালেক্স প্রোয়াস পরিচালিত ২০১৪ সালে নির্মিত আই রোবট দেখলেও চলবে। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিভিত্তিক অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্রটি দেখে থাকলে বায়োনিক ম্যান সম্পর্কে ধারণা থাকার কথা। চলচ্চিত্র দুটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে অঙ্গহানির সীমাবদ্ধতা জয় করেন। এর মধ্যে রোবোকপ তার প্রায় সারা শরীর এবং উইল স্মিথ তার ক্ষতিগ্রস্ত বাম হাত এবং ফুসফুস বায়োনিক অঙ্গ দ্বারা প্রতিস্থাপন করান। তখন পর্যন্ত এগুলো শুধুমাত্র কল্প বিজ্ঞানেই সম্ভভ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সানফ্রান্সিসকোর ক্যালির্ফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী সেই কল্পকাহিনীকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তারা আবিষ্কার করেছেন বয়োনিক কিডনি। যে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত কিডনির সঙ্গে প্রতিস্থাপন করা যাবে। অন্যান্য অপারেশনের মতো করেই এই বায়োপিক কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব। এর কার্যকারিতাও সাধারণ কিডনির মতোই। রক্ত চলাচলও হবে ওই কিডনির মধ্য দিয়েই। ইতিমধ্যেই এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষায় সফল হয়েছেন গবেষকরা। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির ওই গবেষণা দলের সদস্য শুভ রায় এবং ভান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল সেন্টারের সহযোগী অধ্যাপক উইলিয়াম এইচ ফিসেলের প্রত্যাশা এই বায়োনিক কিডনি কয়েক মিলিয়ন রোগীর জীবন বাঁচাতে সক্ষম হবে। অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকার পরও অনেকের পক্ষে কিডনি জোগাড় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে সেই রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা চিকিৎসকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বায়োনিক কিডনি তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। সেই সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে ঘটবে চলচ্চিত্রের রোবোকপ আর উইল স্মিথের মতো বায়োনিক অঙ্গ জোড়া লাগানোর ঘটনাও।

কিভাকে কাঁচালঙ্কায় মেদ ঝরবে

কাঁচালঙ্কা আবার মেদ ঝরবে কিভাবে। কাঁচালঙ্কা সাধারণত কাঁচা বা রান্নায় দিয়ে খাওয়া হয়। এতে আছে ভিটামিন এ, সি, বি-৬, আয়রন , পটাশিয়াম এবং খুবই সামান্য পরিমাণে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট। ঝাল স্বাদের সব্জিগুলোতে থাকে বিটা ক্যারোটিন ও আলফা ক্যারোটিন, বিটা ক্রিপ্টোক্সানথিন ও লুটেইন জিয়াক্সনথিন ইত্যাদি উপাদান। এই উপাদানগুলো মুখে লালা আনে ফলে খেতে মাজা লাগে। এছাড়াও এগুলো ত্বক ও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। জেনে নিন কাঁচা লঙ কার কিছু স্বাস্থ্যকথা।

১। চর্বি জাতীয় খাবারের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা মোটা হওয়ার কোনো ভয় থাকে না। কারণ কাঁচা লঙ্কা খাদ্যের সঙ্গে থাকা চর্বিকে ধ্বংস করে। ফলে স্লিম থাকা যায়।

২. প্রতিদিন একটি করে কাঁচা লঙ্কা খেলে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি কমে যায়। গরম কালে কাঁচা লঙ্কা খেলে ঘামের মাধ্যমে শরীর ঠাণ্ডা থাকে।

৩. নিয়মিত কাঁচা লঙ্কা খেলে হৃদপিণ্ডের বিভিন্ন সমস্যা কমে যায়।

৪. কাঁচা লঙ্কা মেটাবলিসম বাড়িয়ে ক্যালোরি পোড়াতে সহায়তা করে।

৫. কাঁচা লঙ্কাতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিটা ক্যারোটিন আছে যা কার্ডোভাস্কুলার সিস্টেমকে কর্মক্ষম রাখে।

৬. নিয়মিত কাঁচা লঙ্কা খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

৭. কাঁচা লঙ্কা রক্তের কোলেস্টেরল কমায়।

৮. কাঁচা লঙ্কাতে আছে ভিটামিন এ যা হাড়, দাঁত ও মিউকাস মেমব্রেনকে ভালো রাখতে সহায়তা করে।

৯. কাঁচা লঙ্কা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে যা মাড়ি ও চুলের সুরক্ষা করে।

১০. নিয়মিত কাঁচা লঙ্কা খেলে নার্ভের বিভিন্ন সমস্যা কমে।

বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে মিল্ক ফিশ চাষে গুরুত্ব

মাছ চাষে চাষিদের লাভের মুখ দেখাতে উদ্যোগী পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। ভেনামী চিংড়ির বিকল্প হিসেবে হারিয়ে যাওয়া মিল্ক ফিশ চাষে জোর দেওয়া হচ্ছে। সুদূর অন্ধ্র থেকে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে মিল্ক ফিশের চারা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়েই নদী কিংবা সমুদ্র উপকূল। কাজেই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কাঁথি, দিঘা, খেঁজুরি, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুরসহ বিভিন্ন এলাকাজুড়ে নোনাজলের মাছ চাষ শুরু হয়েছে। উপকূলবর্তী ব্রেকিস ওয়াটারে মাছ চাষের ক্ষেত্রে লাভজনক হিসেবে চিংড়ি কিংবা ভেনামী চিংড়ি চাষকেই বেছে নেন জেলার মৎস্যচাষিরা। কিন্তু বর্তমানে নানা কারণে এই চাষে অনেকটাই ভাঁটার টান। অভিযোগ, ভেনামী চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। তাছাড়া দিন দিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসায় এই চিংড়ির চাষ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এতেই উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসন নতুন করে বিকল্প চাষের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দেয়। সেই মতো এবার অন্ধ্রের আদলে রুই, কাতলার পাশাপাশি মিল্ক ফিশ চাষের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চিংড়ির থেকে অনেকটাই সহজলভ্য এই মিল্ক ফিশ চাষ। আর উৎপাদন খরচ অনেক কম ও চাহিদা বেশি হওয়ায় বাজারও যথেষ্টই ভাল। ফলে চাষিরা নিজস্ব পুঁজিতেই এই চাষ করতে পারেন। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকায় এই চাষে ঝুঁকিও যথেষ্ট কম। এক একর এলাকায় মিল্ক ফিশের চাষ করলে মাত্র মাস পাঁচেকের মধ্যেই ২ থেকে ৩ টন মাছ উৎপাদন সম্ভব। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা। তাই ইতিমধ্যেই এই মাছের চাষে উৎসাহ দিতে প্রশাসনের উদ্যোগেই পরীক্ষামূলকভাবে হেঁড়িয়ার ইড়িঞ্চি ফার্মে ১ একর এলাকাজুড়ে এই মিল্ক ফিশের চাষ শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন একটাই, কী এই মিল্ক ফিশ? মূলত এই মাছের গায়ের রং সাদা। বিজ্ঞানসম্মত নাম চ্যানস চ্যানস। ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ওজনের এই মাছ স্বাদে অনেকটাই ইলিশের মতো। এক সময় স্থানীয় নদীতেই এদের দেখা পাওয়া যেত। কিন্তু কালের নিয়মে আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে মিল্ক ফিশ। পশ্চিমবঙ্গে আবারও এই মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে কেরল, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মিল্ক ফিশ চাষে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নোনাজলের পাশাপাশি পুকুরের মিষ্টি জলেও এই মাছের চাষ সম্ভব। সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ (সিএডিসি) তমলুক প্রকল্পের আধিকারিক বলেন, 'জেলায় চিংড়ি বা ভেনামীর চাষ লাভজনক। তবে বর্তমানে এই মাছের চারা কিনতে হিমশিম কৃষকরা। এমনকী চাষের পরেও তা কেনার লোক বিশেষ পাওয়া যায় না। তাই ক্রেতার অভাবে ব্যবসায় মন্দা মৎস্যজীবীদের। এই পরিস্থিতিতে জেলাজুড়ে সুস্বাদু মিল্ক ফিশ চাষের বাড়বাড়ন্ত।

শ্বাস-প্রশ্বাস নেবেন যেভাবে

মাইন্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভারত হালকা,ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে । পশ্চিমা বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র বেঁচে থাকার জন্য অবিচ্ছেদ্য শারীরিক ক্রিয়া হিসেবে ব্রিথিং বা শ্বাসক্রিয়ার ওপর ফোকাস করছে। অন্যদিকে পূর্বীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একে শরীর ও আত্মার পুষ্টি হিসেবে অভিহিত করছে। চিনারা বিশ্বাস করে যে মাইণ্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভার হালকা, ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেমন— মনোযোগের উন্নয়ন, দক্ষতার উন্নয়ন, ইতিবাচকতা বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি।

ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে। ট্রাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন প্র্যাকটিশনার আলেক্স ট্যান ব্রেথওয়ার্কের জন্য নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। মাংসপেশি শিথিল করুণ ঃ মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়ান বা বসুন, গলাকে দীর্ঘায়িত করুন এবং মাথা তালুকে আকাশ বরাবর রাখুন। মার্স বা মাংসপেশিকে পুরোপুরি শিথিল করুন, প্রয়োজনে প্রতিটি মাসল গ্রহণের ওপর মনোনিবেশ করুন, কারণ মাংসপেশি কঠিন টান হারাচ্ছে এবং শিথিল হচ্ছে। শ্বাস পর্যবেক্ষণ করুন ঃ আপনার শ্বাস সম্পর্কে সচেতন হোন এবং যেকোনো প্যাটার্ন বা শ্বাসের ধরন লক্ষ্য করুন। আপনার শ্বাসগ্রহণ কিধীরেবা দ্রুতহয়? শ্বাসগ্রহণ কি সহজে করতে পারেন? অথবা শ্বাসগ্রহণ কি দূরহ লাগছে? শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের নিম্নতর চক্র সম্পর্কে ধারণা রাখুন ।শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগ দিন ঃ প্রতিটি শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগী হোন। শ্বাসগ্রহণের সময় ফুসফুসকে পুরোপুরি বায়ুপূর্ণ করুন। ফুসফুসকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুভর্তি করতে পেটকে প্রসারিত করুন। শ্বাসত্যাগের সময় যতটা সম্ভব ধীরে সব বায়ু বের করে দেয়ার চেষ্টা করুন। প্রধানত শ্বাসত্যাগ নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করুন, যা সার্বিকভাবে আপনাকে ধীর ও অধিক নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়ার দিকে ধাবিত করবে। নাকের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদক করুন ঃ শুধু নাকের মাধ্যমে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ করুন। মুখের রুফ বা হার্ড প্যালেটে জিহ্বা ঠেসিয়ে আপনার মুখ বন্ধ রাখা উচিত। কিন্তু আপনার দাঁত শিথিল ও মুক্ত থাকা উচিত। মনকে শ্বাসের ওপর স্থির রাখুন ঃ ব্রেথওয়ার্কের লক্ষ্য হল প্রতিটি শ্বাস ও শ্বাসচক্রের ওপর মনোযোগ দেওয়া। আপনি যদি আপনার টু-ডু লিস্ট বা করণীয় কার্য নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন অথবা যদি মনকে এখানে সেখানে বিচরণ করতে দেন, তাহলে শ্বাসের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শ্বাসগ্রহণে ফুসফুসে অক্সিজেনের আগমন ও ধীরে শ্বাসত্যাগ তা নির্গমনের সময় মনোযোগী হোক। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ প্রক্রিয়ার ওপর মনোনিবেশ করুন অথবা পেটের ওপর আপনার মনোযোগ স্থির করুন। কারণ একটি প্রতিটা শ্বাসের সঙ্গে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হয় ।টাইমিং বিবেচনা করুন ঃ যে কোনো সময় ব্রেথওয়ার্কচর্চা করা যায়। কিন্তু দিনকে অধিক ফলপ্রসু করার জন্য শরীর ও মনকে প্রস্তুত করতে খুব সকালে ব্রেথওয়ার্ক করতে আলেক্স ট্যান পরামর্শ দেন। ব্রেথওয়ার্ক শুরু করতে খাবার খাওয়ার পর কমপক্ষে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন এবং একটি সেশন শেষ করার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে কোনো ঠাণ্ডা তরল পান করবেন না।

নতুন চুল গজাবে যে পাতা

নিম একটি ঔষধিগুণ পাতা। প্রাচীনকালে থেকে বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসেবে এই পাতা ব্যবহার হয়ে আসছে। নিমের রয়েছে ঔষধিগুণ। আসুন জেনে নিই নিমের ঔষধিগুণ ঃ- ১. নিম তেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই এবং ফ্যাসি অ্যাসিড রয়েছে, যা আমাদের ত্বক ও চুল ভালো রাখে।

২. ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের আক্রমণের হাত থেকে ত্বককে সুরক্ষিত করতে নিমপাতা খুবই কার্যকরী।

৩. ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে নিয়মিত নিমপাতার সঙ্গে কাচাহলুদ ব্যবহার করতে পারেন। তবে হলুদ ব্যবহার করার পর কয়েক ঘণ্টা রোদে যাবেন না।

৪. দাঁত ভালো রাখতে নিমের ডাল খুবই উপকারী। মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে আর দাঁতের ফাঁকে জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ রোধ করতে নিম বেশ ভালো কাজ করে।

৫. কেটে বা পুড়ে গেলে ক্ষত স্থানে নিমপাতার রস ভেষজ ওষুধের মতো কাজ করে।

৬. নিমপাতা রোদে শুকিয়ে ভালো করে গুড়ো করে শুকিয়ে ফেসপ্যাক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

৭. মাথার ত্বকের চুলকানির সমস্যায় নিমপাতার রস ব্যবহার করতে পারেন। নিমপাতার রস মাথায় নিয়মিত লাগাতে পারলে এই চুলকানির সমস্যা কমে যাবে।

৮. নিমপাতার রসে চুলের গোড়া শক্ত হয়। এছাড়া চুলের শুষ্কতা বা রুক্ষ ভাব কমে যায় এবং নতুন চুল গজাতে শুরু করে।

৯. শুধু চুলের নয় ত্বকের যেকোনো চুলকানির সমস্যায় নিয়মিত ব্যবহার করলে উপকার পাবেন।

১০. ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে নিমপাতার রস ব্যবহার করতে পারেন।

১১. নিয়মিত সামান্য পরিমাণে নিমপাতা খেতে পারলে কোষ্ঠকাঠিন্যসহ নানা লিভারের সমস্যা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে।

১২. নিমপাতা রক্ত পরিশুদ্ধ করতে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত, ক্ষতিকর উপাদান বের করে। শরীর সুস্থ সতেজ ও রোগমুক্ত রাখতে নিমপাতার রস খুবই।

ধানের বিভিন্ন রোগ পোকা ও প্রতিকার

সুগন্ধী ধানের প্রধান কীটশত্রু হল মাজরা পোকা, পাতামোড়া পোকা, ভেঁপু পোকা ও বাদামী শোষক পোকা। সুগন্ধী ধান চাষে ছত্রাক জাতীয় রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে বীজশোধন জরুরি, কারণ রাসায়নিক বিষ বেশি ব্যবহার করলে সুগন্ধী ধানের গন্ধ ও গুমমান খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া সুস্থ-সবল গাছে পোকার আক্রমণ কম হয় তাই কৃষি বিষের ব্যবহার কমাতে মাটি পরীক্ষা ও সুষম সার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক পদক্ষেপ কৃষকবন্ধুদের জন্য। সুগন্ধী ধানের কিছু রোগ ও পোকার বর্ণনা ও প্রতিকার ব্যবস্থা দেওয়া হল কৃষক বন্ধুদের সুবিধার্থে—

১) মাজরা পোকা —

মাজরা পোকা সাধারণত পাশকাঠি পড়ার ও থোর ওঠার মুখে আক্রমণ করে। তবে পরে আক্রমণ হলে ক্ষতি বেশি হয়। মথ বা ডিম জমিতে দেখা গেলে জৈব বা যান্ত্রিক উপায়ে যেমন ফেরোমোন বা আলোক ফাঁদ ও ডিমের গাদা নষ্ট করে দমন করা ভালো, কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে রাসায়নিক বিষ বেশি ব্যবহার করলে সুগন্ধী ধানের গন্ধ ও গুণমান খারাপ হয়ে যায়। তবে রাসায়নিক উপায়ে মাজরা পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ক্লোরানট্রানিপোল ১.৫ মিলি প্রতি ৫ লিটার জলে গুলে বা কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। অথবা ফিপ্রোনিল বা ট্রায়াজোফস ১ মিলি/লি. জলে আঠা সহযোগে স্প্রে করতে হবে।

২) ভেঁপু পোকা—

বীজ দেরিতে বুনলে বীজতলায় ও মূল জমিতে ভেঁপু পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এই পোকার আক্রমণে ধান গাছের পাতা পেঁয়াজকলির মতো হয়ে যায়। ধান রোয়ার ২০ দিনের মধ্যে যদি শতকরা পাঁচটি পেঁয়াজকলির মতো পাতা দেখা যায় তাহলে দানা ওষুধ যেমন ফোরেট ১০ জি ৪ কেজি বা কার্বোফুরান ৩ জি ১২ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

৩) বাদামি শোষক পোকা —

বাদামি শোষক পোকা নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ দশায় ক্ষতি করে। মূলত গাছের গোড়ায় এই পোকাগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এদের আক্রমণে ধান গাছের রং হালকা সবুজ ও পরে শুকিয়ে খরের মতো হয়ে যায়। ভাদ্রের মাঝামাঝি আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় বলে এই সময় বার বার জমি পরিদর্শন করতে হবে। রোয়ার সময় দূরত্ব বেশি রাখলে বিভিন্ন পরজীবী বন্ধু পোকা যেমন-মাকড়শা, মিরিড বাগ, ওয়াটার বাগ এদের খেয়ে ফেলে বাদামি শোষক পোকা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

১৫টি গুছির পর পর তিনটি গুছিতে ১০টির বেশি বাদামি শোষক পোকা থাকলে রাসায়নিক কৃষিবিষ যেমন অ্যাসিফেট ০.৭৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে প্রয়োগ করতে হবে।

৪) ধানের শীষকাটা লেদা পোকা (মাইথিনা সেপারেটা) —

এই লেদা পোকা ১-১.৫ ইঞ্চি আকারে কালচে রঙের হয়। ধান পাকার পর রাতে শীষের নিচ থেকে কেটে মাটিতে এদের বাসস্থান নিয়ে যায়। বিকালের দিকে ওষুধ প্রয়োগ কার্যকরী। অ্যাসিফেট ও ফেনভেলারেট ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে। আর মাঠে স্থানে স্থানে মাটির খুড়িতে গুড়ের দ্রবনে গন্ধহীন কীটনাশক দিয়ে বিষটোপ দিলে আরও কার্যকরী ফল পাওয়া যায়।

৫) ধানের বাদামা দাগ রোগ বা বাদামী চিটে (কোচিলোবোলাস মিরাবিয়ানাস) —

এই রোগ ধানের চারায়, পাতায় আবার পরিণত দানাতেও হয়। ছত্রাক জনিত এই রোগে বাদামি ছোট তিলের আকৃতির দাগ পড়ে। বড় দাগগুলির মধ্যভাগ একটুছাই বা কমলা রঙেরও হয়। চারাতে আক্রমণে চারা নষ্ট হয় ও পরবর্তীতে ধান চিটে হয়। রোগাক্রান্ত ধানের ভাত তেতো হয়। ট্রাইসাইক্লাজোল বা আইসোপ্রোথিওলেন ১ মিলি প্রতি লিটার জলে আঠা দিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৬) ঝলসা রোগ —

ঝলসা রোগ পাতা, ঝন্ডে, শীষে ও দানায় দেখা যায়।এটিছত্রাকগঠিত রোগ। এর জীবাণু বীজ ও বায়ু বাহিত। বাদামি রঙের দাগ প্রথমে পাতায় দেখা যায়,পরে দাগমাকুআকৃতিরহয়ও দাগেরমাঝখানটা ছাই রং ও কিনারায় বাদামি বা লাল রং হয়। পরে পাতা শুকিয়ে যায়। শীষে ঝলসা হলে শীষের গোড়ায় কালো দাগ দেখা যায়। বীজতলায় ঝলসা রোগেরজৈব উপায়ে নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি ও সিউডোমোনাস দ্রবণ স্প্রে করা দরকার। ট্রাইকোডারমা ভিরিডি ও সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স ব্যবহার করলে গাছের বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হবে, ফুল তাড়াতাড়ি আসবে ও ছত্রাক ঘটিত রোগ কম হবে। রাসায়নিক উপায়ে দমনের জন্য কাসুগামাইসিন ২ মিলি/লিটার বা জিনেব ও হেক্সাকোনাজোল ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে আঠা সহযোগে স্প্রে করুন। ঝলসা, বাদামী চিটে ও খোলাপচা রোগে ট্রাইসাইক্লাজোল ১/২ গ্রাম/লি. জলে আঠা সহযোগে স্প্রে করতে হবে।

ত্বকের কালো ছোপ দূর করতে করণীয়

ত্বকে মেলানিনের পরিমাণ বেড়ে গেলে মেছতার মতো ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। এর ফলে ত্বক কালচে ও মলিন হয়ে যায়। এই দাগ দূর করতে নারকেলের জল ও গুঁড়ো দুধ বেশ কার্যকর। এই দুইটি উপাদান টানা কয়েকদিন ব্যবহার করলে ত্বক হবে দাগমুক্ত ও মসৃণ।এই দুটি উপাদান কীভাবে ত্বকের ব্যবহার করবেন, সে সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বোল্ডস্কাই ওয়েবসাইটের লাইফস্টাইল বিভাগে। এক নজরে চোখ বুলিয়ে নিন। যা যা লাগবেগুঁড়ো দুধ দুই চা চামচ ও নারকেলের জদ দুই টেবিল চামচ। গুঁড়ো দুধে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে। অন্যদিকে নারকেলের জলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও উপকারি পুষ্টিগুণ রয়েছে, যা ত্বকের দাগ দূর করে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে।* যেভাবে ব্যবহার করবেনপ্রথমে একটি বাটিতে গুঁড়ো দুধ ও নারকেলের জল একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই প্যাক মুখে ও ঘাড়ে লাগিয়ে ২০ থেকে ২৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। এবার হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ও ঘাড় ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, ধীরে ধীরে ত্বকের ছোপ ছোপ দাগ দূর হয়ে যাবে।* পরামর্শগ্ন ফ্রিজে রাখা নারকেলের জল ব্যবহার না করাই ভালো।গ্ন ভালো ফল পেতে সপ্তাহে অন্তত ৩ থেকে ৪ বার এই প্যাক ত্বকে লাগান।গ্ন প্যাক ব্যবহারের পর ত্বকে বেশি করে ওয়াটার বেইজড অথবা ক্রিম বেইজড ময়েশচারাইজার ব্যবহার করুন।

এখনও নেভেনি গার্ডেনরিচের আগুন, ঘটনাস্থলে ৯টি ইঞ্জিন

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কেটে গিয়েছে প্রায় ২৪ ঘণ্টা। এখনও নেভেনি গার্ডেনরিচের আগুন। দমকল সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে ফায়ার লক করে দেওয়া গিয়েছিল। তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বর্তমানে ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিশাল দমকলবাহিনী। দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত, শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ ওই আগুন চোখে পড়েছিল এলাকাবাসীর। ওইদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল দমকলের ২০টি ইঞ্জিন। বিশাল বড় এলাকা জুড়ে অবস্থিত ওই গোডাউনটি। খুব দ্রুতই সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। গুদামের আশপাশেও বেশ কয়েকটি ঝুপড়ি ছিল, সেখানেও আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। ওই গোডাউনের আশেপাশের আরও মোট সাতটি গোডাউনে আগুন লেগে যায়। দমকল সূত্রে খবর, ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

শনিবার সন্ধেয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যান দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। দমকল আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়েও। দমকল মন্ত্রীর কথায়, "এখানে অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থা নেই। সকলকে নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি বারবার। শুধু জায়গা ভাড়া দিলে হবে না। তার সঙ্গে সেই জায়গার রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। কোথা থেকে আগুন লেগেছে জানতে ঘটনার নির্দিষ্ট তদন্ত হবে।" পাশাপাশি এও জানান, ঘটনায় কোনও প্রাণহানি হয়নি ঠিকই, কিন্তু অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এনএফআইডব্লিও সংগঠনের তরফ থেকে সংরক্ষণের দাবিতে গণস্বাক্ষর অভিযান। ছবি ঃ নিজস্ব।

টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে ভাটপাড়ায় গুলি করে খুন

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে গুলি করে খুন করা হল এক ব্যক্তিকে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বড় শ্রীরামপুর এলাকায়। শনিবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতের নাম সিকান্দর দাস (৩৫)। স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গেই টাকাপয়িসা নিয়ে তাঁর বিবাদ চলছিল। শনিবার রাতে সেই বিবাদ বচসার আকার নেয়। তার পরেই একসময় গুলি চালানো হয় সিকান্দরকে লক্ষ্য করে। পুলিশ জানিয়েছে, সিকান্দর মনু সাউ নামে এক যুবকের কাছ থেকে হাজার কুড়ি টাকা ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু তা সময় মতো ফেরত দিতে পারেননি। তার জন্য তাঁকে তাগাদা দেওয়া হয়েছে বহুবার। মনু সাউ টাকার জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেন বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে সিকান্দরের বাড়ি যান মনু সাউ। তাঁদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। বচসার মাঝেই আচমকা সিকান্দরকে গুলি করে দেন মনু সাউ, অভিযোগ তেমনটাই। স্থানীয়রা সিকান্দরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিতসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম রবিবারও অপরিবর্তিত

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আন্তর্জাতিক বাজারে অসংশোধিত তেলের দাম বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও দেশীয় তেল কোম্পানিগুলো গত

সাতদিন ধরে পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল অবস্থায় ধরে রেখেছে। রবিবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ১০১ টাকা ১৯ পয়সা এবং ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৮৮.৬২ টাকা। ইন্ডিয়ান অয়েল ওয়েবসাইট অনুযায়ী এদিন মুম্বই চেন্নাই এবং কলকাতায় পেট্রোলের দাম যথাক্রমে ১০৭ টাকা ২৬ পয়সা, ৯৮.৯৬ টাকা এবং ১০১.৬২ টাকা রয়েছে। আর ডিজেলের দাম ৯৬.১৯ টাকা, ৯৩. ২৬ টাকা এবং ৯১.৭১ টাকা রয়েছে।

প্রচারে নামলেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রবিবারের সকালে প্রচারে নামলেন ভবানীপুর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে প্রাতর্ভমণকারীদের সঙ্গে কথা বলে শুরু হয় প্রচার। হেভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়তে নেমে বিজেপি প্রার্থীর রসিকতা, তিনিও হেভিওয়েট তাই হাঁটার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিতকরা। তাই সাতসকালে ভিক্টোরিয়ায় আসা। এর পর ভবানীপুরে চায়ের আড্ডায় জনসংযোগে নামেন প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। পথচলতি মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী বলেছেন, পরে দিলীপ ঘোষের একটি চা-চক্রে আলোচনার কর্মসূচী রয়েছে। সেখানে তিনি থাকবেন। প্রিয়ঙ্কা এদিন বলেন , মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া দরকার। মানুষের পাশে রয়েছি। আমি কোনও বড় নেতা নই। আমি কিছু বলছি না। মানুষই বলছেন, আমাকে কী করতে হবে।

চেতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচারে ফিরহাদ

কলকাতা,১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্য বেজে গিয়েছে উপ নির্বাচনের দামামা। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচন। শুক্রবারই ভবানীপুরের হয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মাঝে রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে চেতলায় প্রচারে নামলেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক তথা পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। পুজোর আগেই ভবানীপুর বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুর, মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, জঙ্গিপুরে ভোটগ্রহণ হবে। ৩ কেন্দ্রেই ভোট গণনা ৩ অক্টোবর। এরই মাঝে ভবানীপুরের হয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাই রবিবার ছুটির সকালে চেতলা এলাকায় ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচার সারলেন ফিরহাদ হাকিম। প্রচার চলাকালীন এই প্রসঙ্গে এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, ""এখানে আমি কর্মী। ভোটটামমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একার নয়। আমাদের সবার "".

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম গোলাঘাটের চাল বাজার

গোলাঘাট, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে গোলাঘাট জেলা সদর শহরে অবস্থিত চাল বাজার। আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্ম হয়েছে বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ঘটনার সূত্রপাত গতকাল শনিবার রাত প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ। আচমকা জনৈক সুশীল নামের এক ব্যক্তির দোকানে আগুন জ্বলে ওঠে। নিমেষের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা লাগোয়া দোকানগুলিকে গ্রাস করতে থাকে। স্থানীয় মানুষ যে যার মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন। ইত্যবসরে দুটি ইঞ্জিন নিয়ে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। বহুক্ষণ কসরতের পর আগুন নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে ততক্ষণে কমপক্ষে ১২টি চাল (দোকান ও গুদাম), কাপড়ের দোকান সম্পূর্ণ ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন। তদন্ত চলছে। অগ্নিকাণ্ডে বহু লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভবানীপুরে প্রচারে নেই 'বাবুল', মিডিয়া জানে, দল জানে না, বললেন দিলীপ

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বাবুল সুপ্রিয়কে নিয়ে বিজেপির অন্দরে টানাপোড়েন আবারও প্রকাশ্যে। ভবানীপুর উপনির্বাচনে প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের হয়ে প্রচারের তালিকায় নাম রয়েছে আসানসোলের সাংসদের। কিন্তু তিনি তাতে অংশ নিচ্ছেন না বলেই জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, পার্টি ঠিক করেছে কাকে নামাবে। এরপরই সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি জানান, উনি আপনাদের বলেছেন, দলকে কিছু জানাননি। দল একটা অনুশাসনে চলে।

রবিবার নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরোন দিলীপ ঘোষ। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, উপনির্বাচনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা প্রচারে আসছেন কিনা? তিনি জানান, উপনির্বাচনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আসে না। এরপরই তাঁর কাছে আসানসোলের সাংসদ প্রচারে আসতে পারবেন না জানাতেই ক্ষুব্দ হয়ে ওঠেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, প্রচার এখনও শুরুই হয়নি। কার, কী সমস্যা আছে সেটা নিয়ে দল কথা বলবে। বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক আগেই ছিন্ন করেছেন বলিউডের গায়ক। সাংসদ হিসেবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই যোগাযোগ রাখেন। কিছুদিন আগে ভবানীপুর উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের নাম ঘোষণা করে বিজেপি। ভবানীপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার খবরে আনন্দিত হয়ে ফেসবুক পোস্ট করেন বাবুল সুপ্রিয়। সেখানে ভবানীপুরের মেয়েকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আসানসোলের সাংসদ। কিন্তু তারপরই তিনি জানান, প্রচারে তিনি থাকতে পারছেন না। যা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

মানিকতলায় অটোর মধ্যে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার ৩

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): কিছুদিন আগেই মানিকতলায় অটোর মধ্যে উদ্ধার হয়েছিল এক ব্যক্তির মৃতদেহ। এই ঘটনার পরেই তদন্ত শুরু করে মানিকতলা থানার পুলিশ।

অবশেষ মানিকতলা ঘটনায় রবিবার ৩ জনকে গ্রেফতার করল মানিকতলা থানার পুলিশ। সম্প্রতি,অভিযোগ ওঠে মানিকতলা এলাকার বাগমারি বসাক বাগান এলাকায় অটোর মধ্যে উদ্ধার হয় বছর ৩৮-র এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ। দেহ উদ্ধারের পর মৃতের দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন লক্ষ্য করে পুলিশ। এরপরেই ঘটনার তদন্তে নামে মানিকতলা থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে মানিকতলায় অটোর মধ্যে থেকে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রবিবার গ্রেফতার হয় সিভিক ভলান্টিয়ার সহ ৩। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত জগন্নাথ ভৌমিক এন্টালি থানার সিভিক ভলান্টিয়ার। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুন, খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

এবার পুজোয় নিয়ে নেশা বর্জন করাবে বোসপুকুর শীতলা মন্দির

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ক্যালেন্ডার জানান দিচ্ছে হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই মর্তে আগমন ঘটবে মা দুর্গার। ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে পুজো পুজো গন্ধ। জোর কদমে চলছে প্যান্ডেল বাধার কাজ। বর্তমানের পরিস্থিতির মাঝেই বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠছে নেশাত্মক হয়ে উঠছে বহু মানুষ। আর তাই চলতি বছর পুজোয় নেশা বর্জন করানোর দায়িত্ব নিল বোসপুকুর শীতলা মন্দির। গত বছরের পর এই বছরও করোনা আবহেই হবে দুর্গাপূজা। একেই করোনা আতঙ্কে ভুগছে দেশ থেকে শহর অপরদিকে প্রতিনিয়ত বাড়ছে নেশাক্তদের সংখ্যা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত হয়েছেন মানুষ এই ধরনের অভিযোগ উঠছে। তবে, এই পরিস্থিতির মাঝেই এসে গিয়েছে দুটর্গাপুজো। আর তাই চলতি বছর পুজোয় শহরবাসীকে নেশা মুক্ত রাখতে নেশা বর্জনের বিরুদ্ধে থিম গড়ছে বোসপুকুর শীতলা মন্দির। কারণ চলতি বছর বোসপুকুর শীতলা মন্দিরের থিম হুঁকো। জোর কদমে চলছে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ। করোনা আবহে এই বছর ভিড় ঠেলে প্রবেশ করতে হবেনা প্যান্ডেলে ভিতরে। যাতে দর্শনার্থীরা রাস্তা থেকে দেখতে পায় ঠাকুর চলতি বছর সেই ব্যবস্থা করেছে বোসপুকুর শীতলা মন্দির।

ফের কলকাতায় অনলাইন লটারির ব্যবসার আড়ালে জুয়ার আসর

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শহরে ফের জুয়ার আসরের অভিযোগ। কলকাতাকে জুয়ার আসর থেকে দূরে রাখতে তৎপর কলকাতা পুলিশ। কিন্তু এরই মাঝে ফের খাস কলকাতায় অনলাইন লটারির ব্যবসার আড়ালে জুয়ার আসরের অভিযোগ। শনিবার গভীর রাতে লালবাজারে গুন্ডদমন শাখার অভিযানে গ্রেফতার ৫। অভিযোগ উঠেছে, আর্মেনিয়ান ঘাট রোডের একটি দোকানে অনলাইনে লটারির ব্যবসা করা হতো। আদপে ওই লটারির ব্যবসার আড়ালে ছিলো জুয়ার আসর। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই ওই এলাকায় অভিযান চালায় লালবাজারে গুন্ডদমন শাখা। অভিযান চালাতেই আর্মেনিয়ান ঘাট রোডের একটি দোকান থেকে ৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে কম্পিউটার, মানি বোর্ড, জুয়া খেলার সরঞ্জাম।

আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : এনিয়ে টানা তিনবার আম আদমি পার্টির(আপ) সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল জাতীয় আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত হলেন। রবিবার দলের জাতীয় এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিংয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নাম চূড়ান্ত করা হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য দলের জাতীয় আহ্বায়ক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রতি তিন বছর অন্তর দলের এই পদের নির্বাচন হয়ে থাকে। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২০ সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের কারণে ওই পদের মেয়াদ কাল ২০২০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কিন্তু দেশজুড়ে মহামারীর কারণে ২০২০ সালে দলের জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। এই কারণে এবছরের জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় সংসদের মেয়াদ তিন বছরের জায়গায় পরিবর্তে পাঁচ বছর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দলের ৩৪ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত জাতীয় এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই মিটিং-এ অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে পুনরায় দলের জাতীয় আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

গয়েরকাটা থেকে উদ্ধার বিরল প্রজাতির তক্ষক

গয়েরকাটা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মোরাঘাট বনাঞ্চল লাগোয়া গয়েরকাটায় গৃহস্তরের ঘর থেকে উদ্ধার হল বিরল প্রজাতির তক্ষক। রবিবার সকালে মোরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীরা গিয়ে গয়েরকাটার আংরাভাসা সেতু সংলগ্ন সঞ্জয় শা-এর বাড়ি থেকে তক্ষকটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

বনদপ্তর সূত্রে খবর, বাড়ির মালিক কিছুদিন বাইরে থাকার পর গতকাল বাড়িতে ফিরে তক্ষকের আওয়াজ শুনতে পান। এদিন সকালে তারা খবর দেন মোরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীদের। এরপর তারা গিয়ে তক্ষকটিকে উদ্ধার করে মোরাঘাট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসে। জলপাইগুড়ি জেলা ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরী বলেন, 'এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে একটি তক্ষক এদিন উদ্ধার করা হয়। উনিই আমাদের খবর দিয়েছিলেন। মানুষ সচেতন হয়ে বনদফতরকে খবর দিচ্ছে তা দেখে খুব ভালো লাগল। সেটিকে সন্ধ্যায় বনাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হবে।' উল্লেখ্য, বিলুপ্ত প্রজাতির তক্ষকের দেহাংশ থেকে মূল্যবান ওষুধ তৈরি হয়। যার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে এর দাম প্রচুর। তাই ডুয়ার্সে থেকে ভিন দেশে এই তক্ষক পাচার চক্র সব সময়ই সক্রিয় থাকে।

বাংলাদেশের কারাগার থেকে স্বগৃহে ফিরছেন দরঙের মুকুল হাজরিকা

দরং (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পাঁচ বছর বাংলাদেশের কারাগারে বন্দিদশা কাটিয়ে স্বগৃহে ফিরছেন অসমের দরং জেলার বাসিন্দা মুকুল হাজরিকা (৪৫)। দরং জেলার পুলিশ সুপার সুশান্তবিশ্ব শর্মার তৎপরতায় তা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ২০১৬ সালের মে মাসে মঙ্গলদৈ থানার অন্তর্গত কেওটপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন পেশায় রিকশা চালক বছর ৪০-এর মুকুল হাজরিকা। এর পর বহুদিন তাঁর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ৫ মে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি চিঠি আসে, গত তিন বছর মুকুল হাজরিকা সে দেশের ফেনি কারাগারে বন্দি ছিলেন। ওই দিন (২০১৯ সালের ৫ মে) মুকুল হাজরিকার বন্দিদশার মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে নিয়ে যেতে তাঁর পরিবারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন তাঁকে নিয়ে আসতে পারছিলেন না তাঁর বাবা। বাবা ফুলেশ্বর হাজরিকা কোনও রকম দিনহাজিরা করে মুকুলের পত্নী সহ তিন সন্তানের পরিবারের ভরণ-পোষণ চালিয়ে নিচ্ছিলেন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল, বাংলাদেশ থেকে যে কোনও উপায়ে মুকুলকে ফিরিয়ে আনা। দরিদ্র ফুলেশ্বর রাজ্য সরকার, জেলা প্রশাসনের কাছে তাঁর ছেলে মুকুলকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানাচ্ছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ পাননি। ইত্যবসরে এই খবর পান দরঙের নবাগত পুলিশ সুপার সুশান্তবিশ্ব শর্মা। সব শুনে তিনি তাঁকে স্বদেশে ফেরাতে মাঠে নামেন। ইতিমধ্যে উভয় দেশের বিদেশ মন্ত্রকস্তরের যাবতীয় ক্রিয়া শেষ হয়েছে। সে অনুযায়ী মুকুল হাজরিকাকে অসম প্রশাসনের হাতে তুলে দেবে বাংলাদেশ সরকার। ইতিমধ্যে মুকুলের বাবা ফুলেশ্বর হাজরিকাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ সুপার সুশান্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে মঙ্গলদৈ থানার ওসি দানেজিৎ দেউরি সহ পুলিশের এক দল বাংলাদেশ সীমান্তে গিয়েছে। বাংলাদেশে বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার দু-বছর পর আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিজের বাড়ি এসে পৌঁছবেন মুকুল।

আগরতলা রবীন্দ্রভবনের সামনে ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রতিবাদ সভা। ছবি ঃ নিজস্ব।

করিমগঞ্জ বিজেপির কোন্দল, দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করলে কড়া ব্যবস্থা, সাংসদ-বিধায়কদের কড়া ফরমান ফণীন্দ্রনাথের

গুয়াহাটি (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দল এবং সংগঠনের স্বার্থে সবধরনের মনোমালিন্য ভুলে একজোট হয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন অসম প্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা। দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করলে যে কোনও স্তরের কার্যকর্তা, সাংসদ, বিধায়ক কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলেও কঠোর ফরমান দিয়েছেন সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক। করিমগঞ্জের সাংসদ এবং জেলার দলীয় এক বিধায়কের মধ্যে চলমান বিবাদের সমস্যা সমাধানের জন্য গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে অতি সত্বর বিবাদ নিষ্পত্তি করে একজোট হয়ে জনগণের উন্নয়ন এবং সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ফণীন্দ্রনাথ শর্মা।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি নীতি, আদর্শ এবং অনুশাসনের এক বিরল নজির স্থাপন করেছে। দলের সর্বভারতীয় পদাধিকারী এবং কার্যকর্তা থেকে শুরু করে তৃণমূল স্তরের কর্মী সমর্থকরাও দলীয় অনুশাসনের মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখেন। কিন্তু বেশ কিছু দিন থেকে করিমগঞ্জ জেলায় দলীয় এক বিধায়ক ও সাংসদের মধ্যে চলমান মনোমালিন্য নিয়ে জেলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সরগরম হয়ে উঠেছে। জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য জেলা স্তরে বিধায়ক এবং সাংসদের চলমান ঝামেলার মীমাংসা করতে না পেরে শেষপর্যন্ত প্রদেশ নেতৃত্বের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

অসম এবং ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত দলীয় সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মার সঙ্গে এ নিয়ে রবিবার এক বৈঠকে বসেন জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। দলীয় বরিষ্ঠ নেতা তথা এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস এবং দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, বিজয় মালাকার এবং সাংসদ কৃপানাথ মালা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বিগত বেশ কিছুদিন থেকে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির কিছু কর্মী দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে নানাভাবে অপপ্রচার করছেন। দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করে সংবাদপত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে নিজেদের মর্জিমতো বিবৃতি দিচ্ছেন। এ সব নিয়ে জেলা বিজেপি সভাপতি সহ নেতৃবর্গ ব্যাপক চিন্তিত।

দলীয় সাংসদ এবং দুই বিধায়কের মধ্যে চলমান ঝামেলা মেটাতে জেলা নেতৃত্ব বিফল হওয়ার পর, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বিষয়টি সামাধানের জন্য দলীয় প্রদেশ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মার দ্বারস্থ হন। সম্প্রতি সাংসদ কৃপানাথ মালাহকে কেন্দ্র করে বেশকিছু অপবাদ এবং নানা অভিযোগ সাংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার হচ্ছে। করিমগঞ্জের দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে এ সব অভিযোগে শুধু জেলা নয়, রাজ্য কমিটির নেতাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তার জন্য জেলা নেতৃত্ব বিষয়টির আশু সমাধানের উদ্দেশ্যে অসম ও ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রদেশ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মার কাছে নিয়ে যান করিমগঞ্জ জেলার জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এবং বিজয় মালাকারকেও সঙ্গে নিয়ে গুয়াহাটিতে বৈঠক করেন জেলা বিজেপি সভাপতি। দলীয় প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে করিমগঞ্জের দলীয় নেতা এবং সাংসদ বিধায়কদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। করিমগঞ্জের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে দলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা বলেন, জেলার সব খবরই আমার কাছে রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, সবাইকে দলীয় অনুশাসন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। জেলা নেতৃত্ব সহ সাংসদ বিধায়ক এবং দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের দলীয় অনুশাসন মেনে চলার কড়া ফরমান দিয়েছেন প্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা। তিনি বলেন, যে বা যাঁরা অনুশাসন ভঙ্গ করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সংগঠন কড়া পদক্ষেপ নিতে পিছ-পা হবে না। প্রদেশ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক এ বিষয়ে জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

লাইফ জ্যাকেট-টিকিট বাধ্যতামূলক, অভারলোড চলবে না, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ দফতরের পর্যালোচনা সভায় আরও নির্দেশনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ দফতর পরিচালিত ফেরি-নৌকা এবং জাহাজে লাইফ জ্যাকেট ও টিকিট প্রদান বাধ্যতামূলক, অভারলোড করা চলবে না পর্যালোচনা সভায় কড়া ফরমান জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

যোরহাট-মাজুলির নিমাতিঘাটে ভয়ংকর নৌকাডুবির পর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ দফতরের দুর্বল অব্যবস্থার ছবি ফুটে এসেছে। তাই আজ রবিবার জনতা ভবনে বিভাগীয় শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ দফতরের পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগকে গতিশীল করতে আরও কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণা, আগামী ছয়মাসের মধ্যে যোরহাট-মাজুলি নদীপথে চলাচলকারী ১৯টি ফেরি-নৌকায় বিনামূল্যে মেরিন ইঞ্জিন দেবে সরকার। আজ অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ দফতরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রীয়ে যে সব নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলি যথাক্রমে, প্রথমত, সিঙ্গল ইঞ্জিনের ফেরি পরিষেবা বাতিল। দুটি রো-প্যাক্স সহ সরকারি ছয়টি ফেরি মাজুলি-যোরহাট নদীপথে চলাচল করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি ১৯টি ফেরিতে মেরিন ইঞ্জিন এবং উন্নত পরিষেবা সংযোজন করে ছয় মাসের মধ্যে মাজুলি-যোরহাট সংযোগী নদীপথে ফেরি চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। তৃতীয়, ফেরিতে ওঠার আগে সব যাত্রীকে লাইফ জ্যাকেট পরতে হবে। চতুর্থত, ফেরির সব যাত্রীকে অবশ্যই টিকিট দিতে হবে এবং তাঁদের নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হবে। এর জন্য মাজুলি এবং যোরহাটে একজন করে দুজন প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত হবেন। তাঁরা সব বিষয়ে তদারক করবেন। দুই ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতিদিনের রিপোর্ট জেলাশাসকের হাতে দাখিল করতে হবে। পঞ্চমত, ফেরির ইন্ধনের জন্য অর্থ দফতরের কাছ থেকে সিলিঙের প্রয়োজন হবে না। ষষ্ঠত, ফেরিঘাটগুলি সবসময় মাজুলি এবং যোরহাটের জেলাশাসকরা পরিদর্শন করবেন। অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণের অধিকর্তা এবং পরিবহণ দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের ঘন-ঘন ফেরিঘাটগুলিতে যেতে হবে। ঘাটগুলিতে প্রস্রাবাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট দফতরকে। সপ্তমত, ফেরিগুলোকে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করতে হবে অডিট। নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ আধিকারিকরা জরিপ করে ফেরিগুলো ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত বলে ব্যবহারযোগ্য শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। সব ফেরির রেজিস্ট্রেশন হবে বাধ্যতামূলক। অষ্টমত, ফেরি চালক, পরিচালক এবং ঘাটে নিয়োজত কন্টোলারের মধ্যে উপযুক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহিলা

● **প্রথম পাতার পর**

মহিলাকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে। গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক গুরুতর আহত মহিলার প্রাথমিক চিকিৎসা করে ওনার উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করে। সকাল সকাল মাম্প মেশিনের বিকট শব্দে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বারুইপুরে এটিএম লুটের কিনারা, ধৃত ইঞ্জিনিয়ার উদ্ধার ২ লক্ষ টাকা

বারুইপুর, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) বারুইপুরের রামনগরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম লুটের কিনারা করল পুলিশ। এটিএম লুটের ঘটনায় এটিএম ইঞ্জিনিয়ার জড়িত হলেই জানতে পেরেছে পুলিশ। ঘটনায় অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার বাপ্পা মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। জেরায় ধৃত নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি পুলিশের। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ১৫ই এপ্রিল ব্যাঙ্কের তরফে ম্যানেজার একটি এটিএম লুটের ঘটনার অভিযোগ করেন। এটিএম ভেঙে ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা লুট হয়েছে বলে সেই অভিযোগে জানানো হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অপরাধের কিনারা করল শনিবার। ঘটনায় হার্ডওয়ার ইঞ্জিনিয়ার বাপ্পাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ভাঙড়ের বাসিন্দা হলেও ইউকো ব্যাঙ্কের এটিএম ইঞ্জিনিয়ারের কাজের জন্য সে সোনারপুরের পূর্ব শীতলা এলাকায় ভাড়া থাকতো। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে। এরপর তার সোনারপুরের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে পুলিশ লুটের ২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ সম্পর্কে আরও তদন্ত করতে চাইছে পুলিশ।রবিবার এমনটাই জানা গেছে।

রাজ্যেও

● **প্রথম পাতার পর**

আন্দোলনের নতুন ধাপ ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধ বলে জানান তিনি। এদিন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা যুধিষ্ঠির দাস, রঘু সরকার ও শ্রমিক নেতা পার্থ কর্মকার।

চিত্র সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগ

আগারতলা, ১২ই সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফটোজার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের কোষাধক্ষ কর্নেন্দু রায় -এর মাতা হাসুরাই রায় গত ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাতে ধলেশ্বরস্থিত নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্য জনিত রোগে ভুগছিলেন ও বাড়িতেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা সহ অসংখ্য গুনমুগ্দ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। শনিবার রাতেই বটতলা মহাশ্মশানে উনার অন্তষ্টিক্রীয়া সম্পন্ন হয়েছে। ত্রিপুরা ফটোজার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হচ্ছে ও শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

মানুষ অভাব-অনটনের শিকার অভিযোগ সুষ্মিতা দাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। রোজগার এবং ব্যবসা নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে পুরোপুরি পিছিয়ে গেছে। ফলে দেশে একটি অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। মানুষ অভাব-অনটনের শিকার হয়েছে। কারণ সরকার একের পর এক জনবিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে এই অভাব-অনটন মানুষের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নরেন্দ্র মোদির গত ৭ বছরে নোট বন্দি, জিএসটি এবং লকডাউনে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ বিষয়গুলি যেমন নিজেদের বিচার বিবেচনা করে বুঝতে হবে, একইভাবে অন্যদের বুঝাতে হবে। যাতে রাজ্য থেকে এবং দেশ থেকে বিজেপি উৎখাত করা যায়। রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রদেশ ক্যাম্পে এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেত্রী সুস্মিতা দেব। তিনি আরো বলেন আগামী দিনে রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠা করতে তৃণমূল কংগ্রেস জনগণের সাথে আলোচনা করে তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। এবং সে প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে।

দূর্ঘটনায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ সেপ্টেম্বর।। যান সন্ত্রাসে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম প্রীতম বন্দে। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে আগরতলা জিবি হাসপাতালে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইসিন্দ্রাই বাড়ী এলাকার জাতীয় সড়কে রবিবার বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, একটি মারুতি গাড়ির ৩ জন যাত্রী নিয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে উদয়পুর যাওয়ার জন্য গাড়িতে যাত্রা করে। তেলিয়ামুড়া থেকে তুইসিন্দ্রাই বাড়ি যেতেই জাতীয় সড়কে আচমকা তিন চাকা বিশিষ্ট সিএনজি অটো গাড়ি মারুতি গাড়িটিকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এই মারুতি গাড়িতে থাকা এক যুবক প্রীতম বন্ধে নামে এক ব্যক্তি আহত হয়। পড়ে আহত যুবককে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে এনে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত যুবককে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার জন্য জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করে দেয়। এদিকে পুলিশ একটি যান দুর্ঘটনা মামলা গ্রহণ করেছে।

বিলোনীয়ায় বিএমএসের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ সেপ্টেম্বর।। বিলোনিয়া বিধানসভায় মজদুর সংঘের উদ্যোগে বিকাল ৪ ঘটিকায় বনকর নদীর উত্তর থেকে বিএমএস এর সকল শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং কর্মীদের নিয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। এই মিছিল বিদ্যাপীঠ কর্নার,১ নং টিলা, হয়ে কালিনগর নতুন মোটর স্ট্যান্ড এসে বিক্ষোভ সভায় মিলিত হয়। বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএমএস রাজ্য কমিটির সদস্য শ্যামল দত্ত , দক্ষিণ জেলা সভাপতি সুভাষ দাস, দক্ষিণ জেলা সম্পাদক রাজেশ চক্রবর্তী ,এছাড়া জেলার মহকুমা স্তরের শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ। বিক্ষোভ সভায় জেলা সভাপতি সুভাষ দাস বলেন গত ৬ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে ধনপুরে মিছিল ও ডেপুটেশনের নামে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলাএবং বিএমএস কর্মীকে আহত করার প্রতিবাদে আজকের এই বিক্ষোভ সভা। সভা থেকে তিনি এই হামলার নিন্দা এবং ক্ষোভ জানান। বলেন অতিসত্বর দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তিনি বলেন কোনোভাবেই বিরোধীদের কাছে মাথানত করবেন না।

পত্রিকা হকাকে মারধর ও সংবাদপত্র ছুড়ে ফেলার ঘটনার নিন্দা জানাল বিভিন্ন সংগঠন

আগারতলা, ১২ই সেপ্টেম্বর।। আজ রবিবার সকাল সাতটায় চন্দ্রপুরস্থিত অন্ত রাজ্য বাস টার্মিনাসের নিকট একদল দুষ্কৃতী প্রতিবাদী কলম পত্রিকার হকার শ্রীবাস ভৌমিকের উপর হামলা করে ও তার কাছ থেকে প্রতিবাদী কলম পত্রিকাগুলি ছিনিয়ে নেয় ও ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী। ঘটনাস্থল থেকেই সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কে বিস্তারিত জানান। ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সম্পাদক অনল রায় চৌধুরীর সাথে কথা বলেন। আগরতলা প্রেস ক্লাব এই নক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ও এই ধরণের ঘটনা প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থ্যা নেবার জন্য রাজ্য সকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

এদিকে, একের পর এক গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমের উপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন।রবিবার সকালে দুস্কৃতিরা চন্দ্রপুর এলাকায় পত্রিকা হকার শ্রীবাস ভৌমিকের কাছ থেকে প্রতিবাদী কলম পত্রিকা ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। দুস্কৃতিরা হকার শ্রীবাস ভৌমিককে মারধরও করেছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন।সংবাদ মাধ্যমের উপর একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটে চললেও কোন ঘটনাতেই পুলিশ বা সাধারণ প্রশাসন কঠোর কোন ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। ফলে দুস্কৃতিরা এই ধরনের হামলায় আরো উৎসাহিত হচ্ছে। চন্দ্রপুরে পত্রিকা হকারের উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন। সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন মাধ্যম, সাংবাদিক সংবাদপত্র কর্মী, পত্রিকা হকার সহ সর্ব স্তরের কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন।

ধর্মনগরে জাকজমকপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হল গণেশ পুজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর।। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ধর্মনগর বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ভাবেই পুরানো ঐতিহ্য রীতিনীতি মেনে ধর্মনগরের পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড স্থিত ব্যবসায়ী সমিতি ও দিঘীরপাড় স্থিত গৈরীক সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে সিদ্ধি বিনায়ক গনেশ দেবের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে পুজো কমিটির সদস্যরা। শনিবার ধর্মনগরে গণেশ পুজো দেখতে এলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জায়া তথা পূর্বদয় সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব। প্রথমেই তিনি ধর্মনগর এসে সার্কিট হাউসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সোজা চলে আসেন পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড ব্যবসায়ী সমিতির পুজো প্রাঙ্গণে। পুজো কমিটির সদস্যরা উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন একে একে আমন্ত্রিত অতিথিরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব বললেন ধর্মনগরের সিদ্ধি বিনায়ক গনেশ দেবের পুজোতে আসার পরিকল্পনা তা আগে থেকে ঠিক করা ছিল না। কিন্তু তা শুধুমাত্রই সম্ভব হয়েছে ঈশ্বরের কৃপায়। ধর্মনগরে আয়োজিত গণেশ পুজোতে অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি সত্যিই খুব খুশি ও আপ্লুত বলে জানালেন। পাশাপাশি রাজ্যের দ্বিতীয় বাণিজ্যিক শহর ধর্মনগর ওনার কাছে খুব প্রিয় বলে ও অভিমত ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া। পাশাপাশি পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড ব্যবসায়ী সমিতির পুজো পরিদর্শন শেষে তিনি সোজা চলে যান দিঘীরপাড় স্থিত গৈরিক সাংস্কৃতিক সংস্থার পুজো প্রাঙ্গণে। পূজো মন্ডপগুলো পরিদর্শন কালে উনার সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন,এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য টিআরটিসি''র চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার। পাশাপাশি এদিন পুজো প্রাঙ্গণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন মহালয়ার পূর্ণ লগ্নে ধর্মনগরে নব ভাবনায় সজ্জিত কালী দিঘির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেবকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

দৃষ্টিহীনদের সাধারণ মানুষের মতো সুন্দর জীবন অতিবাহিত করার অধিকার রয়েছেঃ তথ্য মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। দৃষ্টিহীনদের সাধারণ মানুষের মতো সুন্দর জীবন অতিবাহিত করার অধিকার রয়েছে। তারা সুন্দর জীবন থেকে বঞ্চিত হলেও তাদের জীবন চলে। তবে তাদের জন্য মন্ত্রী হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে তাদের পাশে থেকে সহযোগিতার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে। এ দায়িত্বের মাধ্যমে মানব ধর্ম পালিত হবে।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির ষষ্ঠদশ তম দ্বি বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে একথা বলেন তথ্য, সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। দৃষ্টিহীনদের প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও সম্মেলন করা হয়। পাশাপাশি এদিন দৃষ্টিহীন মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সামগ্রী। এদিন সম্মেলনের পর ২৬ দফা দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয় মন্ত্রীর হাতে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির সভাপতি ব্রজহরি দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠিত

● **প্রথম পাতার পর**

এদিনের সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হলো যাতে অসংগঠিত শ্রমিকরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা সঠিকভাবে পায় বলে জানান তিনি। এদিন সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া অরগানাইজ ওয়ার্কার্স কংগ্রেসের মোকেশ ডাগার, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

প্রেরণ

● **প্রথম পাতার পর**

কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান আহ্বায়িকা তুলসী দাস কপালী। এদিন কৃষ্ণনগর হরিশ ঠাকুর রোডস্থিত বীরচন্দ্র দেববর্মা স্মৃতি ভবনে সংসদে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর নিকট গণস্বাক্ষর অভিযান কর্মসূচি সূচনা হয়। সংসদে বিলটি উত্থাপনরে ২৫ বছর পূর্তি পালন করা হয়।

অনটন দায়ী

● **প্রথম পাতার পর**

বয়স ৫২ বছর।আজ সকালে পরিবারের লোকজনকে বাড়িতে না থাকার সুযোগ নিয়ে ওই ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। পরে তার পরিবারের লোকজনরা বাড়িতে ফিরে এসে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তাকে জীবিত ভেবে তার দুই ছেলে মৃতদেহটি নামিয়ে ফেলে পুলিশকে না জানিয়ে। পরে তার বাবার মৃত্যু হয়েছে বিষয়টি বুঝতে পেরে জিবি পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। জানা যায় মৃত ব্যক্তি একটি ব্যাংক থেকে অনেক টাকা লোন নিয়েছিলেন। সেই টাকা ফেরত না দিতে পেরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। জানা যায় অমর জীবন নামের ওই ব্যক্তি একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন এবং দীর্ঘদিন যাবত সেক্রেটারিতে কর্মরত ছিলেন।ঋণের দায়ে চাকুরীজীবির মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে, রবিবার দুপুরে রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হল মায়ের। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে কোলের শিশু। ঘটনা তেলিয়ামুড়াতে। এদিন বেলা আনুমানিক বারোটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা রেলক্রসিংয়ের মেলার পাথর এলাকার লোকজন দেখতে পায় একটি মহিলা রেললাইনে পড়ে আছে। পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় চিৎকার করছে তার কোলের শিশুটি। এলাকাবাসী এগিয়ে এসে দেখতে পায় রেলের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই মহিলার, গুরুতর আহত শিশুটি যার বয়স এক থেকে দেড় বছর। সাথে সাথে ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হলে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

এলাকাবাসী উদ্ধার করে শিশুটিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছায়। মৃত মহিলার নাম সোমা বিশ্বাস। স্বামী মৃত শংকর দাস। বাড়ির তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাই গঙ্গা এলাকায়। পরবর্তীতে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে ময়নাতদন্তের জন্য। এদিকে গুরুতর আহত শিশুদের চিকিৎসা চলে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। রাতের সংবাদ পাঠানোর পর্যন্ত খবর রয়েছে গুরুতর আহত শিশুটিকে আগরতলা জিবি হাসপাতাল উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে ঘটল এই ঘটনা এ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঁকি মারছে। কেউ বলছেন রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হয় যে মহিলার, আহত হয়েছে শিশুটি। আবার অনেকের মতে হয়তোবা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল ওই মহিলা। পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত নেমেছে।

তালিবানরা

● **প্রথম পাতার পর**

৪. চোরাচালান, মাদক রোধ- মুজাহিদ সংবাদ সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'আমরা দেশের পুরুষ, নারী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বলতে চাই কোন ধরনের মাদক আমরা উৎপাদন করব না। কেউ মাদক চোরাচালানে জড়িত থাকবে না'। তবে মাদকমুক্ত আফগানিস্তান গড়তে ও বিকল্প শস্যের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছেও সহায়তা চান। ৫. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা- 'আমরা গণমাধ্যমকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে গণমাধ্যমের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বেসরকারি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অব্যহত থাকবে। তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে'। এমন আশ্বাস দিলেও মুজাহিদ বলেন গণমাধ্যমের কার্যক্রমে ইসলামি মূল্যবোধের প্রতিফলন থাকতে হবে। তিনি বলেন, 'গণমাধ্যমকে নিরপেক্ষ হতে হবে। তারা আমাদের কাজের সমালোচনা করতে পারবে যাতে আমরা উন্নতি করতে পারি'। ৬. গণমাধ্যমে নারীরাও কাজ করতে পারবে- সংবাদ সম্মলনে প্রশ্নের জবাবে মুজাহিদ জানান, নতুন সরকার গঠন হলে ইসলামি শরীয়া আইন অনুযায়ী নারীরা গণমাধ্যম থেকে শুরু করে অন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতেও কাজ করতে পারবে। তবে দ্রুতই বিষয়টি পরিস্কার করা হবে।

৭. নারীদের 'অধিকার' দেয়া হবে- সংবাদ সম্মেলন মুজাহিদ বলেন, 'ইসলামি আমিরাত শরীয়া কাঠামোর আলোকে নারীদের অধিকার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের বোন, আমাদের পুরুষরা একই অধিকার ভোগ করবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা আমাদের নিয়ম ও নীতির আলোকে কাজ কাজ করতে পারবেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই নারীদের প্রতি কোনও বৈষম্য করা হবে না, তবে অবশ্যই সেটি আমাদের কাঠামোর মধ্যে হবে'। ৮. প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক- জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, 'আমি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, তাদের বিরুদ্ধে বা কোন দেশের ক্ষতিসাধনে আমাদের ভূমি ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। আমরা আন্তর্জাতিক সীমানা ও যোগাযোগকে স্বীকৃতি দেই। আমাদের সেভাবেই বিবেচনা করা উচিত যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের কোন সমস্যা নেই'। ৯. বিদেশিদের নিরাপত্তা থাকবে- কাবুলে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে তালেবান মুখপাত্র বলেন, 'দূতাবাসগুলোর নিরাপত্তা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, আমরা নিশ্চিত করতে চাই, যেসব এলাকায় দূতাবাস আছে সেখানে পুরোপুরি নিরাপত্তা থাকবে। সব বিদেশি রাষ্ট্র, প্রতিনিধি, দূতাবাস, মিশন, আন্তর্জাতিক সংস্থা দাতা সংস্থাগুলোকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই তাদের বিপক্ষে আমরা কিছু করতে দিব না। আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে'।

১০. কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়- কাবুল দখলে নেয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে তালেবান মুখপাত্র জাবিহউল্লাহ মুজাহিদ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে যেকোনও সংঘাত এড়ানোর কথা বলেন। তিনি বলেন, 'কারো প্রতিই ইসলামি আমিরাতের কোনো শত্রুতা বা বৈরিতা নেই। বৈরিতার অবসান হয়েছে এবং আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চাই। আমরা কোনও অভ্যন্তরীন বা বহিরাগত শত্রু চাই না। আমাদের ভূমি ব্যবহার করে বিশ্বের কারো বিরুদ্ধেই হামলা চালাতে দেওয়া হবে না।

ক্রীড়া

বারো বছর পর আবার ফুটবলবিশ্বের বিখ্যাত লাল জার্সিতে ফিরলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো!

আবার সেই ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে! আবারও থিয়েটার অফ ড্রিমসে'র সবুজ গালিচায় বীর বিক্রমে দাপিয়ে বেড়ালেন ৩৬ বছর বয়সি 'যুবক'। চেনা লাল জার্সিতে রোনাল্ডোর করা জোড়া গোলই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে মরশুমের তৃতীয় জয় এনে দিল। নিউক্যাসলকে ৪-১ গোলে হারাল রেড ডেভিলরা। সেই সঙ্গে পৌঁছে দিল লিগ টেবিলের শীর্ষ স্থানে। আবার বছর ১২ পরে। হ্যাঁ, মাঝখানে কেটে গিয়েছে গোটা এক যুগ। কিন্তু এক যুগ পরেও তাঁর মহিমা এতটুকুও ক্ষুন্ন হয়নি। এক যুগ পরেও তাঁকে ঘিরে উন্মাদনায় বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। লাল দৈত্যের দুর্গে এখনও সমান জনপ্রিয় তিনি। সম্ভবত সেকারণেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে রোনাল্ডোর দ্বিতীয় অভিষেক ম্যাচেও প্রথম বারের মতোই উন্মাদনা দেখা গেল। কাণায় কাণায় পূর্ণ মাঠে 'পুত্রসম' তাবকার খেলা উপভোগ করতে উপস্থিত ছিলেন স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনও। নিজের অনুরাগী সমর্থকদের নিরাশ করেননি রোনাল্ডো। অভিষেক ম্যাচেই জোড়া গোল তুলে নিয়েছেন তিনি। ম্যাচের শুরু থেকেই রোনাল্ডো জুরে কাবু ছিল ওল্ড ট্র্যাফোর্ড। তবে, প্রথম গোলের জন্য ম্যাঞ্চেস্টার জনতাকে অপেক্ষা করতে হয় প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। একটা সময় মনে হচ্ছিল নিউ ক্যাসলের কঠিন রক্ষণ ভাঙতে চাপে পড়বে রেড ডেভিলরা। কিন্তু তখনই উদয় ম্যান ইউয়ের 'ঘরের ছেলে'র। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে সুযোগ-সন্ধানী স্ট্রাইকারের মতো রিবাউন্ড থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দিলেন সিআর সেভেন।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রেড ডেভিলদের রক্তচাপ খানিকটা বাড়িয়েই দিয়েছিলেন নিউ ক্যাসলের হাভিয়ার মানকুইলো। ম্যাচের বয়স যখন ৫৬ মিনিট, তখনই দুর্দান্ত গোল করে সমতা ফিরিয়ে দেন নিউ ক্যাসলের স্ট্রাইকার। যার ফলে ম্যাঞ্চেস্টারের জয় নিয়ে সাময়িক সংশয় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দলে যখন রোনাল্ডোর মতো মহাতারকা আছেন, তখন আর চিন্তা কী? ফের রেড ডেভিলদের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন রোনাল্ডো। মিনিট ছয়েকের মধ্যেই নিজের ট্রেডমার্ক গোল করে ফের ইউনাইটেডকে এগিয়ে দিলেন তিনি। লুক শ'র বাড়ানো বল যেভাবে তিনি রিসিভ করে নিজেকে সেট-আপ করলেন, তার পর প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে ফিনিশ করলেন, তাতে পুরনো রোনাল্ডোকে মনে পড়ে যেতেই পারে। সিআর সেভেনের দ্বিতীয় গোলেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সোনায় সোহাগা হল ম্যাচের ৮০ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্ডেজের করা বিশ্বমানের গোল এবং শেষ মুহূর্তে লিংগার্ডের করা গোল। যার ফলেই ৪-১ গোলে জিতল রেড ডেভিলরা। জয়ের ফলে চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এল ম্যান ইউ।

ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম সাইকেল র‍্যালি আগরতলা। ছবি ঃ নিজস্ব

ভবিষ্যৎ ঠিক করতে আইসিসি-র দ্বারস্থ হতে পারে ইংল্যান্ড

ম্যাঞ্চেস্টারে ভারতের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্ট বাতিল হয়ে যাওয়ার পর নানা প্রশ্ন সেই ম্যাচ এবং সিরিজ ঘিরে। কবে খেলা হবে? আদৌ খেলা হবে কি না তা নিয়েও রয়েছে জটিলতা। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের ভবিষ্যৎ জানতে তাই এ বার আইসিসি-র কাছে চিঠি দিতে পারে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

টেস্ট শুরুর আগের দিন ভারতীয় শিবিরে করোনার হানা। সাপোর্ট স্টাফ যোগেশ পারমার করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে ছিলেন বেশ কিছু ক্রিকেটার। তাঁদের করোনা পরীক্ষার ফল যদিও নেগেটিভ এসেছিল। চার ম্যাচ শেষে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। এমন অবস্থায় শেষ ম্যাচ খেলা হয়নি। সূত্রের খবর ইসিবি-র পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষ টেস্ট না হওয়ার ফলে বিশাল আর্থিক ক্ষতির মুখে ইংল্যান্ড বোর্ড। আইসিসি-র তরফে যদিও এখনও চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করা হয়নি। ইসিবি-র সিইও টম হ্যারিসন একটি টেস্টকে আলাদা করে ধরতে চান। এই সিরিজের সঙ্গে যুক্ত করতে রাজি নন। সেই ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড চাইবে সিরিজ ড্র ঘোষণা করে দেওয়া হোক। কারণ ভারত শেষ টেস্ট খেলেনি। তার জন্য শেষ ম্যাচের জয়ী দল হিসেবে ইংল্যান্ডের নাম ঘোষণা হোক, চাইবে ইসিবি। ভারতীয় দলের বেশ কিছু ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই আইপিএল খেলতে দুবাই চলে গিয়েছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু আইপিএল। সেই প্রতিযোগিতা থেকে বেশ কিছু ইংরেজ ক্রিকেটার নাম সরিয়ে নিয়েছেন। যে ক্রিকেটাররা যোগেশের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের করোনা পরীক্ষার ফল দ্বিতীয়বার নেগেটিভ আসার পর তাঁরাও দুবাই চলে গিয়েছেন।

ভারতীয় দলে নয়া ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি

আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে নয়া ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। বিরাট কোহলিদের মেন্টর হিসেবে দেখা যাবে বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বোর্ডের এহেন সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে ক্রিকেট মহলের। ধোনিকে ফেরানোয় কপিল দেবের মতো কিংবদন্তিও বিসিসিআইকে বাহবা দিয়েছেন। কিন্তু একেবারে উলটো সুর অন্য এক প্রাক্তন তারকার গলায়। ধোনিকে মেন্টর করা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন তুলে দিলেন অজয় জাদেজা। অক্টোবরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে বসতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর। যার জন্য ঘোষিত হয়েছে ১৫ জনের ভারতীয় দল। আর সেই সঙ্গেই বোর্ড জানায়, মেন্টর হিসেবে দলকে পরামর্শ দেবেন খোদ ধোনি। বোর্ড সচিব জয় শাহর অনুরোধেই নাকি এ ভূমিকায় ফিরতে রাজি হয়ে যান মাহি। আর ধোনির পরামর্শেই আইসিসি টুর্নামেন্টে ট্রফি খরা কাটাতে মরিয়া ক্যাপ্টেন কোহলি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এমন সিদ্ধান্তে নাকি ক্ষুব্ধ অজয় জাদেজা! বুঝতেই পারছেন না কেন এ পথে হাঁটলেন সৌরভরা!তাঁর মতে, ধোনির নেতৃত্বে বহু ম্যাচ খেলেছেন কোহলিরা। তাই নতুন করে তাঁকে মেন্টর হিসেবে নিযুক্ত করার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না ভারতের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান। জাদেজা বলেন, ''ব্যাপারটা আমার পক্ষে বোঝা অসম্ভব। দু'দিন ধরে ভাবছি এটা নিয়ে কী ভাবা উচিত। ধোনি এলে দলের কতখানি উপকার হবে, আমি সে ব্যাপারে যাচ্ছি না।

ইউএস ওপেন জিতলেন ব্রিটেনের এমা রাডুকানু

লন্ডন, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ৫৩ বছরের অপেক্ষার অবসান। মহিলা তারকা এমা রাডুকানুর হাত ধরে লন টেনিসে খেতাব জয় ব্রিটেনের। অষ্টাদশী এমা কোয়ালিফায়ার হিসেবে প্রথম খেতাব জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ইউএস ওপেন ফাইনালে হারালেন কানাডার লায়লা ফার্নান্ডেজকে। স্ট্রেট সেটে ৬-৪, ৬-৩ ফলে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দেন এমা। ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ এক বিবৃতিতে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এটি রাডুকানুর প্রথম ইউএস ওপেন এবং দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম। কানাডার টরেন্টোয় ২০০২ সালে জন্ম রাডুকানুর। বাবা রোমানিয়ার, মা চিনের। পাঁচ বছর বয়সে টেনিসে হাতেখড়ি হয় তাঁর। লন্ডনের ব্রমলি টেনিস অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় তিন বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ব্রিতেনের লন টেনিস তারকা। পুণেতে আইটিএফ উইমেন্স ওয়ার্ল টেনিস ট্যুরে অংশ নিতে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ভারতেও এসেছিলেন রাডুকানু। চ্যাম্পিয়নও হয়েছিলেন।

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে আইসিসির দ্বারস্থ হতে পারে ইংল্যান্ড

লন্ডন, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ম্যাঞ্চেস্টারে ভারতের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্ট বাতিল হয়ে যাওয়ার পর সেই ম্যাচ এবং সিরিজ ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠেছে। কবে খেলা হবে? আদৌ খেলা হবে কি না তা নিয়েও রয়েছে জটিলতা। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের ভবিষ্যৎ জানতে তাই এ বার আইসিসির কাছে চিঠি দিতে পারে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

সূত্রের খবর ইসিবি-র পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষ টেস্ট না হওয়ার ফলে বিশাল আর্থিক ক্ষতির মুখে ইংল্যান্ড বোর্ড। আইসিসি-র তরফে যদিও এখনও চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করা হয়নি।টেস্ট শুরুর আগের দিন ভারতীয় শিবিরে করোনার হানা। সাপোর্ট স্টাফ যোগেশ পারমার করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে ছিলেন বেশ কিছু ক্রিকেটার। তাঁদের করোনা পরীক্ষার ফল যদিও নেগেটিভ এসেছিল। চার ম্যাচ শেষে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। এমন অবস্থায় শেষ ম্যাচ খেলা হয়নি।

ইউএস ওপেন মহিলা সিঙ্গলসের খেতাব জিতলেন ১৮ বছর বয়সি ব্রিটিশ তরুণী এমা রাডুকানু

শনিবার রাতে ইউএস ওপেনের ফাইনালে ৬-৪, ৬-৩ ব্যবধানে প্রতিপক্ষ লেইলা ফার্নান্ডেজকে হারিয়ে দিয়েছেন ব্রিটিশ তরুণী। নিজের কেরিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লামেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেই সঙ্গে নিজের নাম ইতিহাসের খাতায় লিখিয়ে ফেলেলেন সোনালি অক্ষরে। নামের পাশে একাধিক রেকর্ড। মাত্র ১৮ বছর বয়সে গ্র্যান্ড স্লাম। টুর্নামেন্টে তিনি খেলতে এসেছিলেন অবাছাই হিসাবে। শুধু তাই নয়, তাঁকে খেলতে হয়েছে যোগ্যতা নির্ধারণ পর্বেও। টুর্নামেন্টের যোগ্যতা হিসাবে চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। আরও একটা চমকপ্রদ বিষয় হল, গোটা ইউএস ওপেনের সফরে একটিও সেট হারেননি ১৮ বছরের এমা! একটিও না। শেষবার এই কীর্তি করেছিলেন টেনিস গ্রেট সেরেনা উইলিয়মস। এমার খেলা দেখে অনেকেই বলছেন, টেনিস বিশ্ব আরও এক মহাতারকার জন্ম দেখল। শনিবার ফাইনাল ম্যাচে চোটও পেতে হয়েছিল অষ্টাদশী তরুণীকে। কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে নিজের সেরাটাই দিয়েছেন তিনি। প্রথম সেটেই দু'বার লায়লার সার্ভিস ভেঙে সেট জেতেন রাডুকানু। দ্বিতীয় সেটেও সেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি প্রতিপক্ষ লেইলা। তবে, ফাইনালে হারলেও লেইলা ফার্নান্ডেজের কৃতিত্বও নেহাত কম নয়। তিনিও মাত্র ১৯ বছর বয়সি। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে তিনিও খেলতে এসেছিলেন অবাছাই হিসাবেই। সেখান থেকে রানার্স হওয়াটাও বিরাট সাফল্যই। প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের আগে স্রেফ চলতি বছরের ইউম্বলডনে খেলেছিলেন এমা। তার আগে পর্যন্ত কোনও পেশাদার টুর্নামেন্টে ম্যাচ জেতার অভিজ্ঞতা ছিল না তাঁর। বস্তুত, ইউম্বলডন ওপেনের আগে সেভাবে কেউ চিনতই না এমাকে। মাস কয়েক আগে ইউম্বলডন ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেই প্রথমবার লাইমলাইটে আসেন এমা। তার আগে পর্যন্ত তিনি স্কুলে পড়াশোনা করতেন আর পাঁচটা স্কুলছাত্রীর মতো। ভয় পেতেন অঙ্ক কষতে। অর্থনীতি পড়া নিয়েও ছিল বিস্তর অ্যালার্জি। সেই অষ্টাদশী তরুণী আজ ইউএস ওপেনের চ্যাম্পিয়ন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির ষষ্ঠদশ দ্বি বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

মৃত্যুর রটনা উড়িয়ে ভিডিও পোস্ট আল কায়দা প্রধান জাওয়াহিরি

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মৃত্যুর রটনা মিথ্যা প্রমান করে ৯/১১'র বর্ষপূর্তিতে দেখা মিলল বর্ষীয়ান জাওয়াহিরির। আল কায়দার নিজস্ব সংবাদমাধ্যম 'আস-সাহাব' একটি ৬০ মিনিটের ভিডিও শেয়ার করেছে। সেখানেই দেখা মিলেছে ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পরে আল কায়দার প্রধান হয়ে ওঠা আয়মান আল-জাওয়াহিরি।

রটে গিয়েছিল আল কায়দার প্রধান আয়মান আল-জাওয়াহিরি মারা গিয়েছে। শারীরিক অসুস্থতায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ছড়িয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর রটনা মিথ্যা প্রমান করে ৯/১১'র বর্ষপূর্তিতে দেখা মিলল বর্ষীয়ান জাওয়াহিরির। মেসেজিং অ্যাপ 'টেলিগ্রামে' ওই ভিডিওটি শেয়ার করা হয়েছে। ভিডিওটি অনেকটাই তথ্যচিত্রের ধাঁচের। তার আগে ১১ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল প্রোমো-প্রচার। এরপর ওই টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত হয় জাওয়াহিরির লেখা ৮৫২ পাতার একটি বই। তারপর ৬০ মিনিটের ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়। সেই ভিডিওয় ২০২০ সালে নিকেশ হওয়া আল কায়দা জঙ্গিদের উদ্দেশে শোকপ্রকাশ করা হয়।

জাওয়াহিরি যে বেঁচে আছে, একথা অবশ্য আগেই জানিয়েছিল রাষ্ট্রসংঘ। যদিও রাষ্ট্রসংঘের মনিটরিং টিমের দাবি ছিল, বেঁচে থাকলেও অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে আল কায়দা সুপ্রিমো। কিন্তু এদিনের ভিডিওয় দেখা গিয়েছে রীতিমতো বহাল তবিয়তে রয়েছে সে। এতদিন আত্মগোপন করে থাকার পরে এভাবে তার প্রকাশ্যে আসায় স্বাভাবিক ভাবেই আশঙ্কা বাড়ছে। তাহলে কি এভাবে বিশ্বকে নতুন হামলার বার্তা দিতে চাইছে আল কায়দা? তালিবানের পরে কি এবার তারাও পুরনো মেজাজে ফিরবে?

তালিবানের প্রত্যাবর্তনের পরই জাওয়াহিরির এই প্রত্যাবর্তন। তবে এদিনের ভিডিওয় জাওয়াহিরি আফগানিস্তানে তাদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে কিছু বলেনি। কেবল একবারই আফগানিস্তান প্রসঙ্গ শোনা গিয়েছে তার মুখে। সেখানে জাওয়াহিরিকে বলতে শোনা গিয়েছে, ২০ বছরের যুদ্ধশেষে আমেরিকা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আফগানিস্তান থেকে চলে গিয়েছে। সেই সঙ্গে ৯/১১ হামলার প্রসঙ্গে জাওয়াহিরি বলে, মুজাহিদিন যোদ্ধারা যেভাবে আমেরিকার 'হৃদয়ে' আঘাত করেছিল, তেমন আঘাত আমেরিকা আগে কখনও পায়নি। উল্লেখ্য, জাওয়াহিরি ছাড়া অন্যান্য জিহাদিদেরও দেখা গিয়েছে ওই ভিডিওয়।

ডিমা হাসাওয়ের মাইবাং স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে টর্যাকে উদ্ধার চাইনিজ গ্রেনেড

হাফলং (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার মহকুমা সদর মাইবাং স্টেশনের পাশে রেলওয়ে টর্যাকের ওপর একটি চাইনিজ গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে। আজ রবিবার বিকেলে মাইবাং রেল স্টেশনের পার্শবর্তী শনি মন্দির সংলগ্ন রেল লাইনের পাশে এই চাইনিজ গ্রেনডটি উদ্ধার হয়।

রেলওয়ে টর্যাকের ওপর যে চাইনিজ গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয়েছে তার পিন সম্পূর্ণ খোলা ছিল। সৌভাগ্যবশত গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হয়নি। বর্তমানে মাইবাং পুলিশ ও আধা-সেনা সমগ্র এলাকা ঘিরে রেখেছে। কাউকে আশপাশে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

এদিকে চাইনিজ গ্রেনেডটি নিষ্ক্রিয় করতে ইতিমধ্যে বোম স্কোয়াডকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তবে কে বা কারা এই গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে সে সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) নামের জঙ্গি সংগঠন একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনার পথ প্রশস্ত করতে চাইছে। এদিকে রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের উপর সরকার আগামী এক মাস তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। এই সময়কালে জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারবে না। তাছাড়া কোনও অর্থ দাবিও করতে পারবে না জঙ্গি সংগঠনটি।

এমতাবস্থায় কে বা কারা এই গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে এনিয়ে দেখা দিয়েছে রহস্য। কোনও দুষ্টচক্র ডিমা হাসাও জেলাকে পুনরায় অশান্ত করে তুলতে চাইছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাব খুঁজছে পুলিশ।

একধাক্কায় অনেকটা কমল দৈনিক সংক্রমণ ও অ্যাকটিভ কেস, পরিসংখ্যানে বড়সড় স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : করোনার তৃতীয় ঢেউ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরেই দেশজুড়ে আছড়ে পড়তে পারে। এমন আশঙ্কার কথা আগেই শুনিয়ে রেখেছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠকও সেরেছেন প্রধানমন্ত্রী। কেরল, মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি যে উদ্বেগজনক তা স্বীকার করে নিয়েছে কেন্দ্রও। তবে, এত উদ্বেগের মাঝেও দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণে ভালরকম স্বস্তি মিলল রবিবার। এদিন এক ধাক্কায় প্রায় সাত হাজার কমে গেল অ্যাকটিভ কেস। কমল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও।

রবিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৮ হাজার ৫৯১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা গতকালের তুলনায় অনেকটা কম। এর মধ্যে শুধু কেরলেই গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ২০ হাজারের বেশি মানুষ। দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯২১ জন। একদিনে মারণ ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৩৮ জন। এই সংখ্যাটা আগের দিনের থেকে অনেকটাই বেশি। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনার বলি ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা সংক্রমণের ছবিটা উদ্বেগ বাড়ালেও স্বস্তি মিলেছে অ্যাকটিভ কেসে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯২১ জন। যা আগের দিনের ৬ হাজার ৫৯৫ জন কম। তবে, ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি জোগাচ্ছেন করোনাজয়ীরা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৯ হাজার ৩৪৫ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ৩৪ হাজারের বেশি মানুষ।

টিকাকরণের গতি বাড়িয়ে সংক্রমণ ঠেকানোর প্রয়াস জারি রয়েছে দেশজুড়ে। ৭৩ কোটি ৮৩ লক্ষেরও বেশি মানুষ এখন ভ্যাকসিনের আওতায়। যার মধ্যে গতকালই টিকা পেয়েছেন প্রায় সাড়ে ৭২ লক্ষের বেশি নাগরিক। তবে টিকাকরণের পাশাপাশি রোগী চিহ্নিত করতে অব্যাহত টেস্টিং প্রক্রিয়াও। রিপোর্ট বলছে, গতকাল ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার ১২৫টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন কাণ্ডে সংবাদপত্রের উপরই দায় চাপাল যোগী সরকার বিবৃতি দিয়ে 'ভুল' স্বীকার সংস্থার

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : যোগীরাজ্যের উন্নয়নে কলকাতার 'মা' উড়ালপুলের ছবি। আর তা নিয়ে রবিবার সকাল থেকে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই 'ভুলের' দায় মেনেও নিয়েছে সংবাদপত্র গোষ্ঠীও। ক্ষমা চেয়ে বিজ্ঞাপনটি ইতিমধ্যে ডিজিটাল মাধ্যম থেকে সরিয়ে দিয়েছে তারা।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া বিজ্ঞাপনে ভুলটি চোখে পড়তেই তৎপর হয় উত্তরপ্রদেশ সরকার। সরকারিভাবে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেয়, বিজ্ঞাপন তৈরির সময় ভুল করেছিল সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রটি। পরে সেই অভিযোগ মেনে নেয় সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ। তারা টুইটারে লেখেন, "সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে কোলাজ তৈরির সময় অসাবধানতাবশত ভুল ছবি দেওয়া হয়েছে। বিপণন বিভাগের ভুলের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। ডিজিটাল মাধ্যম থেকে বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।" এর পরই উঠছে প্রশ্ন।

বছর ঘুরলেই উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোট। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির লিটমাস টেস্টও বটে। অথচ একাধিক কারণে সে রাজ্যে বেজায় চাপে যোগী আদিত্যনাথ নেতৃত্বাধীন সরকার। সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সে রাজ্যের উন্নয়নে কী কী কাজ হয়েছে, তার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বিজেপি সরকার। রবিবার ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত এক সংবাদপত্রে 'ট্রান্সফরমিং উত্তরপ্রদেশ' শীর্ষক একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সেই বিজ্ঞাপন দেখে সকলের চক্ষু চড়কগাছ।

বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে, যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে ছবি রয়েছে কলকাতার 'মা' উড়ালপুলের। রয়েছে কলকাতার একাধিক অভিজাত আবাসনের ছবি। সেই উড়ালপুলে কলকাতার 'ট্রেডমার্ক' হলুদ ট্যাক্সি চলতেও দেখা গিয়েছে। বিজ্ঞাপনের উপরে লেখা 'ট্রান্সফরমিং উত্তরপ্রদেশ আন্ডার যোগী আদিত্যনাথ'। বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়তেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে তুলোধোনা করেছে তৃণমূল।

মারা গেলেন শ্রীনগরে জঙ্গির গুলিতে জখম পুলিশ কর্মী

শ্রীনগর, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ফের জঙ্গি হামলায় উত্তপ্ত ভূস্বর্গ। রবিবার কাশ্মীর পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে জঙ্গিরা। তাতে জখম হয়েছে এক পুলিশ। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু চিকিতসা চলাকালীনই তিনি মারা যান। মৃত পুলিশ কর্মীর নাম আরশিদ আহমেদ। হামলার পরই গোটা এলাকা পুলিশি নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। খোঁজ চলছে জঙ্গিদের। তবে এখনও কোনও জঙ্গির খোঁজ মেলেনি। আচমকা এই হামলায় স্তম্ভিত হয়ে যায় ওখানের পাহারায় থাকা পুলিশেরা।

মণিকার অভিযোগে কোচ সৌম্যদীপের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে পাঁচ সদস্যের কমিটি

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জাতীয় দলের টেবিল টেনিস কোচ সৌম্যদীপ রায়ের বিরুদ্ধে মণিকা বাত্রার আনা গড়াপেটার অভিযোগে তদন্ত শুরু করল ভারতের টেবিল টেনিস সংস্থা। তদন্ত করতে পাঁচ সদস্যের কমিটি তৈরি করা হয়েছে। ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই কমিটি রিপোর্ট জমা দেবে। মণিকার আনা অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু হলেও এখনই তাঁর উপর থেকে নিষেজ্ঞা প্রত্যাহার করা হচ্ছে না।

উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরেই দু'জনের এই ঝামেলা চলছিল। টোকিও গেমস চলাকালীনও মণিকা জাতীয় কোচ সৌম্যদীপ রায়ের পরামর্শ নিতে অস্বীকার করেন। ফলে তার সিঙ্গলস ম্যাচ চলাকালীন কোর্টের পাশে সৌম্যদীপকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি। পরবর্তীতে দেশে ফিরে এই ইস্যুতে মুখ খুলে মনিকা জানিয়ে দেন প্রাক্তন কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ন সৌম্যদীপ রায় তাকে ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অলিম্পিক গেমসের কোয়ালিফায়ার চলাকালীন তাকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আর সেই কারণেই গেমস চলাকালীন সৌম্যদীপের প্রশিক্ষণ নেননি তিনি।

মণিকার আনা অভিযোগের ভিত্তিতে সৌম্যদীপকে কারণ দর্শাতে নির্দেশ দিয়েছিল টেবিল টেনিস সংস্থা। সৌম্যদীপের চিঠি পাওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট চিরঞ্জীব চৌধুরী নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এই তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটিতে রয়েছে দুই আইনজীবী পার্থ গোস্বামী এবং জ্ঞানেন্দ্র জৈন। অপর সদস্য হলেন যশপাল রানা। তদন্ত কমিশন মণিকার অভিযোগ খতিয়ে দেখবে। কমিটিকে সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে।

এদিকে, মণিকার আনা অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু হলেও এখনই তাঁর উপর থেকে নিষেজ্ঞা প্রত্যাহার করা হচ্ছে না। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য দল ঘোষণা হবে বুধবার ১৬ সেপ্টেম্বর। সেই দলে জায়গা নাও পেতে পারেন মণিকা।

উত্তরপ্রদেশে ১০০ আসনে লড়বে শিব সেনা

মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী বছর উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে অন্তত ১০০টি আসনে প্রার্থী দেবে শিব সেনা। রবিবার দলের প্রধান মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত একথা জানিয়েছেন। শনিবারই শিব সেনার তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল, শিব সৈনিকরা উত্তরপ্রদেশের মানুষের কণ্ঠ হয়ে উঠতে চায়। তাই রাজ্যের ৪০৩ আসনেই আমরা প্রার্থী দেব। দলের উত্তরপ্রদেশের নেতারা লখনউয়ে এক জরুরি বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কিন্তু বাস্তবে উত্তরপ্রদেশে শিব সেনার সংগঠনের সেই জোর নেই। কিছু কিছু এলাকা ছাড়া রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় প্রার্থী জোগাড় করাই মুশকিল। তাই ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই পিছিয়ে এসেছে সেনা নেতৃত্ব। রবিবার সকালেই সেনার মুখপাত্র রাউত জানিয়েছেন, তাঁরা লড়বেন ১০০টি বাছাই করা আসনে।

সেনা সূত্রের খবর, শুধু নামমাত্র সব আসনে প্রার্থী দিয়ে দুর্নাম কুড়োতে চায় না দল। বরং, তাঁরা চাইছে বাছাই করা ১০০টি আসনে ভালমতো লড়াই করতে। যাতে উত্তরপ্রদেশে দলের সংগঠনও বাড়ে। আবার উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ভোটে ভালমতো ভাগ বসিয়ে বিজেপিকে বড়সড় ধাক্কাও দেওয়া যায়। সেই লক্ষ্যেই পরিকল্পনা বদলে ফেলেছে সেনা। শিব সেনার এই পরিকল্পনা বদল বিজেপির জন্য দুঃসংবাদ হতে পারে। কারণ সেনা সূত্রের খবর, তাঁরা মূলত বিজেপির কোর হিন্দু ভোটব্যাংকে থাবা বসানোর চেষ্টা করবে। সেই মতোই বাছাই করা হবে প্রার্থী।

মেঘভাঙা বৃষ্টির জের, কাশ্মীরে হড়পা বানে শিশু-সহ মৃত চার, নিখোঁজ ১

শ্রীনগর, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে রাজধানী দিল্লি। উত্তরের রাজ্যগুলিতেও বৃষ্টিপাত হয়েই চলেছে। এর মধ্যে কাশ্মীরের রাজৌরিতে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পা বানে ভেসে গেল পাঁচ জন। ইতিমধ্যে চারজনের দেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে দুই শিশু এবং এক নাবালিকাও আছে। নিখোঁজ আরও একজনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। সকলেই একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। মহম্মদ তারিক খারি (৮), শাহনাজা বেগম (৩০), নাজিয়া আখতার (১৪) এবং আরিফ হুসেন খারি (৫)-র মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ মহম্মদ বাশির খারি (৮০)-র ও মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রবিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে মেঘভাঙা বৃষ্টি নামে। একটি উপজাতি সম্প্রদায়ের পাঁচজন হড়পা বানে ভেসে গিয়েছে। তার পর থেকে কোনও খোঁজ নেই তাঁদের। সকলেই একই পরিবারের সদস্য বলে জানা যায়। নিখোঁজদের সন্ধান পেতে উদ্ধারকার্যে নামে এসডিআরএফ। যদিও স্থানীয়রা জানান, ওদের বাঁচার সম্ভাবনা কম।

সেই আশঙ্কা শেষমেষ সত্যি হল। কাশ্মীরের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ফ্রি প্রেস কাশ্মীর জানিয়েছে, রাফিয়াবাদ এলাকায় থাকত ওই পরিবার। প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে যায় সকলে। তাতে। ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ। কিন্তু পুলিশ বা প্রশাসনের তরফে এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, চারজনের দেহ পাওয়া গিয়েছে। পঞ্চম জনের খোঁজ চলছে।

করোনা আতঙ্ক কাটিয়ে প্রায় ৫৫০ দিন পর খুলল বাংলাদেশের স্কুল

ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : অবশেষে করোনা আতঙ্ক কাটিয়ে আজ থেকে বাংলাদেশে খুলল স্কুল। ঠিক ৫৪৪ দিন পর আগের মতো স্কুলড্রেস পরে, পিঠে ব্যাগ নিয়ে ক্লাসে ফিরল পড়ুয়ারা। তবে অবশ্যই যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে তবেই তারা স্কুলে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে। আর দীর্ঘদিনের অপেক্ষা শেষে ফের সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ভাসল শিশু থেকে কিশোর পড়ুয়া — সকলেই। দেখা গেল, কোনও কোনও স্কুলের গেটের বাইরে পড়ুয়াদের গোলাপ দিয়ে স্বাগত জানালেন শিক্ষকরা। খুলে গিয়েছে মাদ্রাসাগুলিও। বহুদিন পর মাদ্রাসায় যেতে পেরে খুশি ছাত্ররা। রবিবার সকাল ৭টা থেকে স্কুলের বাইরে দেখা গেল, অভিভাবকদের হাত ধরে ছোট ছোট পড়ুয়ারা হাজির হয়েছে। যদিও অভিভাবকদের একেবারেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পড়ুয়াদের মুখে মাস্ক আছে কি না, তা পরীক্ষা করা হয়। তারপর থার্মাল স্ক্যানারে তাদের শরীরের তাপমাত্রা মাপার পরই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষেও পড়ুয়াদের বসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বেঞ্চে শারীরিক দূরত্ব মেনে বসছে পড়ুয়ারা।

আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল, ১২ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশের স্কুল-সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে যাবে। সেইমতো স্বাস্থ্যবিধির দিকে বাড়তি নজর রাখা হয়। সপ্তাহখানেক আগে থেকেই প্রস্তুতি চলছিল। করোনা কালে স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখতে হবে বলে কড়া নির্দেশ ছিল প্রশাসনের। তাই স্কুলগুলির বাইরে থার্মাল স্ক্যানার, বেসিন বসানো হয়। যাতে পড়ুয়ারা স্কুলে এসে হাত ভালভাবে ধুয়ে তবেই ক্লাসে ঢুকতে পারে, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। সবরকম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়ে অবশেষে ৫৪৪ দিন পর খুলল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

অসমকে 'অশান্ত অঞ্চল' ঘোষণা করে রাজ্যে ফের বলবৎ আফস্পা

গুয়াহাটি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে আরও ছয় মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট (আফস্পা বা এএফএসপিএ), ১৯৫৮। রাজ্যকে 'অশান্ত অঞ্চল' বিবেচনা করে অসম সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে গত ২৮ আগস্ট থেকে বলবৎযোগ্য সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইনের সময়সীমা আরও ছয় মাস বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে চলতি বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি ছয় মাসের জন্য বলবৎ করা হয়েছিল আফস্পা। সে অনুযায়ী গত ২৮ আগস্ট থেকে ফের আরও ছয়মাসের জন্য আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট বলবৎ করা হল। সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অশান্ত এলাকার মেয়াদ বৃদ্ধির বিশেষ কোনও কারণ লেখা হয়নি।

অসমে জনজাতীয় শিল্প ও কারুশিল্পের উন্নয়নে ৪০০টি বন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ভারত সরকার : অর্জুন মুণ্ডা

গুয়াহাটি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে জনজাতীয় শিল্প ও কারুশিল্পের উন্নয়নে ৪০০টি বন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করবে ভারত সরকার। জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা। আজ রবিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং বেশ কয়েকজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং বিভাগীয় শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে অসমে আদিবাসী এলাকার উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য অতিথিশালায় অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা বৈঠকে এই খবর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন।

সরকারি বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা বলেন, তাঁর দু-দিনের অসম সফরের উদ্দেশ্য রাজ্যের আদিবাসী অঞ্চলের অগ্রগতি এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়িত এবং কেন্দ্র অনুদিত প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা করা। আজকের পর্যালোচনা বৈঠকের সংক্ষিপ্ত তথ্য দিতে গিয়ে তিনি জানান, আলোচনার মূল বিষয়গুলির মধ্যে ছিল অসমের উপজাতীয় এলাকার শিল্পকর্ম এবং কারুশিল্পীদের প্রমোট করার উপায় বের করা। এছাড়া ওই সব প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের উন্নতমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা, একলব্য মডেল শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরকারি প্রকল্পগুলির সার্বিক বাস্তবায়ন করা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এর আগে গত আগস্টে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা নয়াদিল্লিতে গিয়ে 'ট্রাইফেড' (টিআরআইএইইডি) দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যে উপজাতীয় উন্নয়ন সম্প্রসারণ এবং অগ্রগতির ধাপ নির্ধারণের পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। ওই সভায় উপজাতীয় উন্নয়নকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার ভবিষ্যত পরিকল্পনাগুলিও প্রদর্শন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, এমন একটি উন্নয়ন কর্মসূচি থাকা উচিত যার মাধ্যমে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি গোটা অঞ্চলকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এক্ষেত্রে উত্তর পূর্বের প্রবেশদ্বার অসম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তাই আজকের পর্যালোচনা বৈঠকে আমরা উপজাতীয় এলাকায় যে সকল কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে সে সব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ এবং বিভাগীয় ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, বলেন, অর্জুন মুণ্ডা।

কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা রাজ্যের উন্নয়নে যে সবল নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অসম এগিয়ে যাচ্ছে। আমি আরও খুশি, হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসম দ্রুত উন্নয়নের পথে হাঁটছে।' মুণ্ডা আরও বলেন, তাঁর মন্ত্রালয় আদিবাসীদের বিদ্যমান ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি এবং জীবনধারা, কারুশিল্প এবং তাঁদের কাজকে জাতীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা বলেন, 'বন ধন-সে বিকাশ' প্রকল্প অসমে আদিবাসীদের জীবিকা ও উদ্যোগকে উন্নীত করার জন্য একটি গেম চেঞ্জার হতে পারে। এজন্য একলব্য বিদ্যালয়গুলি উপজাতীয় শিশুদের অভিন্ন এবং উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করবে। উপজাতি শিশুরা যাতে গুণমানসম্মত শিক্ষা পায় এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করার চেষ্টাও তাঁর মন্ত্রালয় করছে, বলেন মুণ্ডা। বলেন, 'আমরা চাই উপজাতীয় এলাকা থেকে আরও বেশি সংখ্যক প্রার্থী জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুক। একলব্য মডেল এখন পর্যন্ত আলোচনায় রয়েছে। আমরা এগুলি কেন্দ্রের সাথে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করব।'

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।